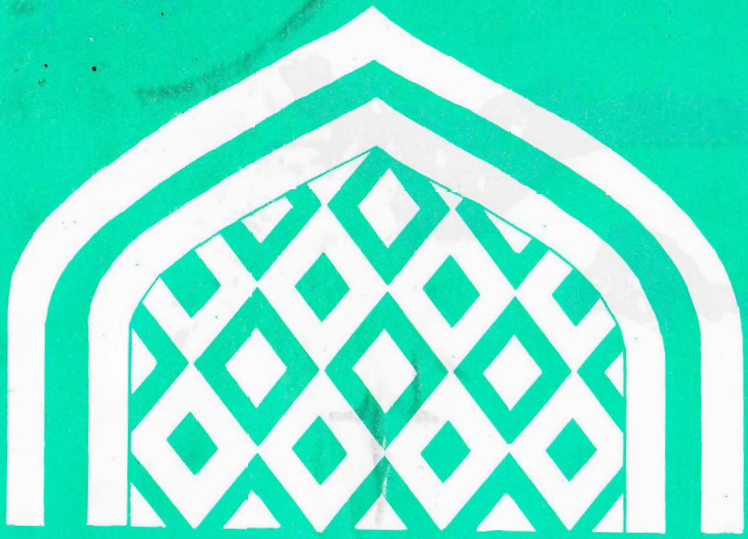

ছেরাজীর
সরল ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ

সহজ ফরায়েয শিক্ষা

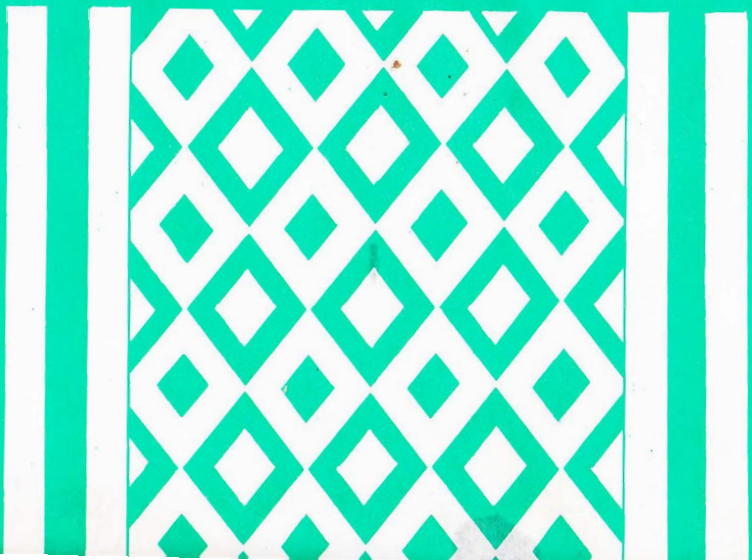

সহজ

ফরায়েয শিক্ষা

(ছেরাজীর ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ)

মাওলানা আবদুল আজীজ

মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২, বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম কর্তব্য	৫
ওয়ারিসদের প্রকারভেদ	৬
বন্টনের ধারা	৬
ওয়ারিসী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ	৭
যবিল-ফুরুয ও তাহাদের নির্ধারিত অংশ	৮
পিতার অংশ	৮
দাদার অংশ	৯
বৈপিত্রেয় ভাইয়ের অংশ	৯
স্বামীর অংশ	৯
স্ত্রীর অংশ	১০
কন্যার অংশ	১০
পৌত্রীর অংশ	১০
সহোদরা বোনের অংশ	১১
বৈমাত্রেয়া বোনের অংশ	১১
মায়ের অংশ	১২
দাদীর অংশ	১২
বৈপিত্রেয়া বোনের অংশ	১২
আছাবা	১৪
হজব	১৭
যবিল-ফুরুযের অংশ বন্টনের পদ্ধতি	২০
আউল	২৩
তাছহীহ	২৮
তাখারুজ	২৯

রদ্দ ৩০
মুনাসাখা ৩২
যবিল আহরাম ৩২
খুনছা (নপুংসক ব্যক্তি) ৩৩
হামল বা গর্ভস্থিত সন্তান ৩৪
মফকুদ বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তি ৩৬
আসীর বা বন্দী ব্যক্তি ৩৭
বিবিধ প্রশ্ন ও উত্তর ৩৭

পরিশিষ্ট

ফরায়েযের সূচনা ৪১
ফরায়েযের প্রতি আমাদের অবহেলা ৪৫

تعلموا لفرائض وعلموا ها الناس فانهانصف العلم

–"তোমরা ফারায়েয শিক্ষা কর এবং অন্যকেও শিক্ষা দাও। কেননা, উহা (গুরুত্বের দিক দিয়া) অর্ধেক এলম।" – (হাদীস)

প্রথম কর্তব্য

হানাফী মযহাবের আলেমগণ বলিয়াছেন- কোন মুসলমান মারা গেলে তাহার ত্যাজ্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে যথাক্রমে চারি প্রকার হক আদায় করিতে হইবে ঃ (১) মৃতব্যক্তির সম্পত্তি হইতে সর্বপ্রথম তাহার কাফন-দাফনের ব্যয় বহন করা হইবে। ইহাতে কোনরূপ অপব্যয় অথবা কার্পণ্যবশতঃ প্রয়োজনের চাইতে কম খরচ করা যাইবে না। উদাহরণতঃ মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে কাফনের তিনটি কাপড়ের স্থলে দুইটি অথবা চারিটি দেওয়া যাইবে না এবং নারী হইলে পাঁচটি কাপড়ের স্থলে চারিটি অথবা ছয়টি দেওয়া যাইবে না। তেমনি কাফনের কাপড় বেশী দামী হইতে পারিবে না। বরং মৃতব্যক্তি জীবিতাবস্থায় যেরূপ দামের পোশাক পরিয়া আত্মীয়দের নিকট গমনাগমন করিতেন, সেইরূপ দামের কাপড় দ্বারা কাফন দিতে হইবে।

কাফন দুই প্রকার ঃ (১) জরুরী ও (২) সুন্নত কাফন। পুরুষের জন্য ইযার ও লেফাফা এবং স্ত্রীলোকের জন্য লেফাফা, ইযার ও সিনাবন্দ জরুরী কাফন। পক্ষান্তরে কোর্তা, ইযার ও লেফাফা পুরুষের জন্য এবং স্ত্রীলোকের জন্য এই তিনটিসহ ওড়না ও সিনাবন্দ সুন্নত কাফনের মধ্যে গণ্য।

(২) অতঃপর মৃতব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পত্তি হইতে তাহার ঋণ (যদি থাকে) পরিশোধ করা হইবে।

(৩) ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে মৃতব্যক্তির ওসিয়ত (যদি থাকে) পূর্ণ করা হইবে। মৃত্যুর পর ফল পাইবে, এই ধারণায় জীবিতাবস্থায় কাহাকেও কিছু দান করাকে শরীয়তের পরিভাষায় 'ওছিয়ত' বলে। কোন ওয়ারিস ব্যক্তির জন্য ওছিয়ত করা জায়েয নহে। তদ্রূপ সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ হইতে বেশী মালের ওছিয়ত করাও না-জায়েয। বেশী মালের ওছিয়ত করিলেও তাহা এক তৃতীয়াংশ পরিমাণই বৈধ হইবে। হ্যাঁ, প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিসগণ অনুমতি দিলে বেশী মালের ওছিয়তও বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরোক্ত তিন প্রকার হক আদায় করার পরে যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিবে,

তাহা কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমার বিধান অনুযায়ী ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে।

বলাবাহুল্য, ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কিত কোরআন, হাদীস ও ইজমার বিধান সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাকেই এলমে-ফরায়েয বলা হয়। এলমে-ফরায়েযের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ তিনটি।

(১) ওয়ারিস কাহারা ?

(২) তাহাদের মধ্যে কাহার কত অংশ ?

(৩) মোট সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে তাহাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করার পদ্ধতি কি ?

অত্র পুস্তকে এই তিনটি বিষয়ের উপরই বিস্তারিত আলোকপাত করা হইবে।

ওয়ারিসদের প্রকারভেদ

ওয়ারিসগণ মোট তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) যবিল-ফুরুয, (২) আছাবা এবং (৩) যবিল-আছাবা।

কোরআন শরীফে যেসব ওয়ারিসের অংশ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা যাহাদের অংশ প্রমাণিত রহিয়াছে তাহাদিগকে 'যবিল-ফুরুয' বলা হয়। যথা ঃ মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, পৌত্র ইত্যাদি।

যবিল-ফুরুয বিদ্যমান থাকিলে তাহাদের নির্ধারিত অংশ বাহির করার পর যাহারা অবশিষ্ট সম্পত্তির এবং 'যবিল-ফুরুয' বিদ্যমান না থাকিলে সম্পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যায়, তাহাদিগকে আছাবা বলে। যেমন- পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, চাচা, চাচাত ভাই ইত্যাদি।

উপরোক্ত দুই প্রকার ওয়ারিস ব্যতীত অপরাপর আত্মীয়দিগকে 'যবিল-আরহাম' বলা হয়। যেমন- দৌহিত্র, নানা, ভাগ্নেয়, মামা, ফুফু, খালা ইত্যাদি।

(আছাবা ও যবিল-আরহামের বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসিতেছে)।

বন্টনের ধারা

মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনকালে সর্বপ্রথম যবিল-ফুরুযকে তাহাদের নির্ধারিত অংশ দিতে হইবে। তাহাদের অংশ বাহির করার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা আছাবা শ্রেণীর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকিলে তাহারা কিছুই পাইবে না। পক্ষান্তরে যবিল-ফুরুয শ্রেণীর কেহ বিদ্যমান থাকিলে, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যাইবে।

উদাহরণতঃ চাচা আছাবা শ্রেণীর ওয়ারিসদের অন্যতম। যবিল-ফুরুযকে

সম্পত্তি দেওয়ার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহা চাচা পাইবে। অন্যথায় চাচা বঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে মৃতব্যক্তির যবিল-ফুরুয শ্রেণীর কোন ওয়ারিস না থাকিলে একমাত্র চাচাই বিদ্যমান থাকিলে সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবে।

যবিল-ফুরুযকে নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, কোন আছাবা শ্রেণীর ওয়ারিস নাই, তবে অবশিষ্ট সম্পত্তি যবিল-ফুরুযের মধ্যে তাহাদের অংশ অনুযায়ী পুনর্বার বন্টন করা হইবে। এইরূপ পুনর্বার বন্টন করাকে ফরায়েযের পরিভাষায় 'রদ্দ' বলা হয়।

মৃতব্যক্তির যবিল-ফুরুয শ্রেণীর ও আছাবা শ্রেণীর কোন ওয়ারিস না থাকিলে ত্যাজ্য সম্পত্তি যবিল–আরহামের মধ্যে বন্টন করা হইবে। যবিল-ফুরুযের মধ্যে পুনর্বন্টনের সময়ে যবিল-আরহাম বিদ্যমান থাকিলে তাহাদিগকেও অংশ দেওয়া হইবে।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কোন ওয়ারিস বিদ্যমান না থাকিলে ত্যাজ্য সম্পত্তি এমন ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে, যাহাকে মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় আপন বংশোদ্ভূত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। উদাহরণতঃ কেহ জনৈক অজ্ঞাতকুল ব্যক্তিকে ভাই, চাচা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল ! অতঃপর সে মারা গেলে দেখা গেল যে, তাহার যবিল-ফুরুয, আছাবা, যবিল–আরহাম ইত্যাদি শ্রেণীর কোন ওয়ারিস নাই। এমতাবস্থায় তাহার সমস্ত সম্পত্তি উপরোক্ত ভাই, চাচা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রকেই দেওয়া হইবে। কাহাকেও আপন পুত্র বলিয়া স্বীকার করিলে সে এই শ্রেণীভুক্ত হইবে না, বরং সে প্রকৃত পুত্র হিসেবেই ওয়ারিস হইবে।

যদি মৃতব্যক্তির উপরোক্তরূপ কোন ভাই, চাচা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রও না থাকে, তবে দেখা হইবে যে, মৃতব্যক্তি জীবদ্দশায় কাহাকেও সমস্ত সম্পত্তি দান করার ওছিয়ত করিয়াছেন কি না। করিয়া থাকিলে তাহাকেই সমস্ত সম্পত্তি দেওয়া হইবে। পক্ষান্তরে এরূপ কোন ওছিয়তও না করিয়া থাকিলে সমস্ত ত্যাজ্য সম্পত্তি সরকারী বায়তুল-মালে জমা হইবে।

ওয়ারিসী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ

ওয়ারিসী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলক্রমে হত্যা করা। পুত্র যদি পিতাকে অন্যায়ভাবে ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলক্রমে হত্যা করে, তবে হত্যাকারী পুত্র নিহত পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে। তেমনি যে কোন ওয়ারিস ব্যক্তি যদি সম্পত্তিওয়ালাকে হত্যা করে, তবে সে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়া। একজন মুসলমান ও অপরজন অমুসলমান হইলে যদিও তাহারা পরস্পরে আত্মীয় হয় তবুও একজন অপরজনের ওয়ারিস

হইবে না। তেমনি কেহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া গেলে সেও তাহার মুসলমান আত্মীয়ের সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইবে।

উপরোক্ত দুইটি কারণ ছাড়াও মৃত্যুর সময়– অর্থাৎ, কে আগে ও কে পরে মারা গিয়াছে, তাহা জানা না থাকাও ওয়ারিসী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ। উদাহরণতঃ একই পরিবারভুক্ত কতিপয় লোক একত্রে জাহাজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। দুর্ঘটায় পড়িয়া জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায় সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। কিংবা ঘর ধসিয়া পড়ায় বহুলোক মারা গেল; কিন্তু কে আগে ও কে পরে মারা গেল তাহা জানা গেল না। এমতাবস্থায় নিহত ব্যক্তিদের একজন অপরজনের ওয়ারিসী হইতে বঞ্চিত হইবে। এখানে মনে করিতে হইবে, যেন সকলেই একযোগে একই মুহূর্তে মারা গিয়াছে। তবে তাহাদের সম্পত্তি জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে যথারীতি বন্টন করা হইবে।

যবিল-ফুরুয ও তাহাদের নির্ধারিত অংশ

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোরআন শরীফে যেসব ওয়ারিসের অংশ বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাদিগকে যবিল-ফুরুয বলা হয়। কোরআন শরীফে যবিল-ফুরুযের জন্য মোট ছয় প্রকার অংশ বর্ণিত হইয়াছে ঃ (১) $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক), (২) $^{১}/_{৪}$ (চারিভাগের এক), (৩) $^{১}/_{৮}$ (আট ভাগের এক) ও (৪) $^{২}/_{৩}$ (তিনভাগের দুই), (৫) $^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক) ও (৬) $^{১}/_{৬}$ (ছয়ভাগের এক)।

যবিল-ফুরুয মোট ১২ জন। তন্মধ্যে চারিজন পুরুষ। যথা–(১) পিতা, (২) দাদা অর্থাৎ পিতার পিতা (আরও উর্ধ্বে হইলেও), (৩) বৈপিত্রেয় ভাই ও (৪) স্বামী। অবশিষ্ট আটজন মহিলা। যথা–(১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পৌত্রী, (৪) সহোদরা বোন, (৫) বৈমাত্রেয়া বোন, (৬) বৈপিত্রেয়া বোন, (৭) মা ও (৮) দাদী।

উপরোক্ত ছয় প্রকার অংশ বারজন যবিল-ফুরুযের জন্য বিভিন্ন অবস্থাভেদে নির্ধারণ করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, যবিল-ফুরুযের এইসব অবস্থা ও অংশই হইতেছে এলমে-ফরায়েযের বুনিয়াদী বিষয়সমূহের অন্যতম। ফরায়েযের দক্ষতা অর্জন করিতে হইলে এগুলি সর্বদা মুখস্থ করা অত্যাবশ্যকীয়। নিম্নে এইসব অবস্থা ও অংশ বিস্তারিত উল্লেখ করা হইল।

পিতা

পিতার তিন অবস্থা ঃ

(১) মৃতব্যক্তির পুত্র অথবা পৌত্র থাকিলে পিতা (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) মৃতব্যক্তির কন্যা অথবা পৌত্রী থাকিলে পিতা ১/৬ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে এবং আছাবাও হইবে। অর্থাৎ কন্যা ও পৌত্রীর অংশ নেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, পিতা তাহা পাইবে।

(৩) মৃতব্যক্তির কোন সন্তানাদি (পুত্র, পৌত্র, কন্যা, পৌত্রী ইত্যাদি) না থাকিলে পিতা শুধু আছাবা হইবে। অর্থাৎ অন্যান্য যবিল-ফুরুযকে অংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সমস্তই পিতা পাইবে।

দাদা

মৃতব্যক্তির পিতা না থাকিলে এবং দাদা থাকিলে দাদারও পিতার ন্যায় তিন অবস্থা। অর্থাৎ –

(১) মৃত ব্যক্তির পুত্র অথবা পৌত্র থাকিলে দাদা ১/৬ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) মৃতুব্যক্তির কন্যা অথবা পৌত্র থাকিলে দাদা ১/৬ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে এবং আছাবাও হইবে।

(৩) মৃতব্যক্তির কোন সন্তানাদি (পৌত্র, কন্যা, পৌত্রী ইত্যাদি) না থাকিলে দাদা শুধু আছাবা হইবে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, মৃতব্যক্তির পিতা ও দাদা উভয়ই বর্তমান থাকিলে দাদা কিছুই পাইবে না। কেননা, পিতা পুত্রের নিকটবর্তী এবং দাদা দূরবর্তী। নিকটবর্তী বর্তমান থাকিতে দূরবর্তী বঞ্চিত হইয়া যায়।

বৈপিত্রেয় ভাই

বাপ দুই ও মা এক হইলে অর্থাৎ মা'র অন্য স্বামীর পুত্র সন্তানকে আখিয়াফী বা বৈপিত্রেয় ভাই বলে। এইরূপ ভাইয়ের তিন অবস্থা ঃ

(১) এক ভাই হইলে ১/৬ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) বৈপিত্রেয় ভাই একাধিক হইলে সকলকে ১/৩ (তিনভাগের এক) ভাগ দেওয়া হইবে। পরে তাহারা এই অংশ নিজেদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া লইবে।

(৩) মৃতুব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র ইত্যাদি বর্তমান থাকিলে অথবা পিতা কিংবা দাদা জীবিত থাকিলে বৈপিত্রেয় ভাই সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবে।

স্বামী

স্বামীর দুই অবস্থা ঃ

(১) মৃতা স্ত্রীর পুত্র অথবা কন্যা ইত্যাদি কিছুই না থাকিলে স্বামী অর্ধেক পাইবে।

(২) স্ত্রীর সন্তানাদি (পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি) থাকিলে যদিও তাহা অন্য স্বামীর পক্ষ হইতে হয়, স্বামী $^{১}/_{৪}$ (চারিভাগের এক) ভাগ পাইবে।

তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী মরিয়া গেলেও স্বামী স্ত্রীর সম্পত্তিতে উপরোক্ত হিসেবে ওয়ারিসি হইবে।

স্ত্রী

স্ত্রীর দুই অবস্থা ঃ

(১) মৃত স্বামীর পুত্র-পৌত্রাদি না থাকিলে স্ত্রী $^{১}/_{৪}$ (চারি ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) স্বামীর পুত্র, পৌত্রাদি থাকিলে (এই স্ত্রীর গর্ভজাত হউক বা অন্য স্ত্রীর) স্ত্রী $^{১}/_{৮}$ (আট ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

স্ত্রী একাধিক হইলেও তাহাদের অংশ বাড়িবে না, বরং উপরোক্ত $^{১}/_{৪}$ অথবা $^{১}/_{৮}$ অংশই তাহারা পরস্পরে সমান সমান ভাগ করিয়া লইবে।

যদি তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী মরিয়া যায়, তবুও স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তিতে উপরোক্ত হিসাবে অংশীদার হইবে।

কন্যা

কন্যার তিন অবস্থা ঃ

(১) এক কন্যা থাকিলে এবং পুত্র না থাকিলে $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) সম্পত্তি লাভ করিবে।

(২) দুই বা ততোধিক কন্যা থাকিলে এবং কোন পুত্র না থাকিলে তাহারা $^{২}/_{৩}$ (তিন ভাগের দুই) ভাগ পাইবে।

(৩) কন্যার সহিত পুত্রও থাকিলে কন্যা আছাবা হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেক পুত্র প্রত্যেক কন্যার দ্বিগুণ অংশ পাইবে।

পৌত্রী

পৌত্রীর ছয় অবস্থা। মৃতব্যক্তির পুত্র অথবা কন্যা না থাকা অবস্থায় –

(১) এক পৌত্রী থাকিলে সে $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) ভাগ পাইবে।

(২) একাধিক পৌত্রী থাকিলে তাহারা $^{২}/_{৩}$ (তিনভাগের দুই) পাইবে।

(৩) মৃতব্যক্তির একজন কন্যা সন্তান থাকিলে বা একাধিক পৌত্রী থাকিলে মোট $^{১}/_{৬}$ (ছয় ভাগের এক ভাগ পাইবে।

(৪) মৃতব্যক্তির পুত্র থাকিলে পৌত্রীরা কিছুই পাইবে না।

(৫) মৃতব্যক্তির পুত্র না থাকিলে এবং দুই কন্যা থাকিলেও পৌত্রীরা কিছুই পাইবে না।

(৬) তবে যদি পৌত্রীদের সহিত তাহাদের ভাই বা চাচাত ভাই (অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পৌত্র) থাকে অথবা তাহাদের নিম্ন শ্রেণীর এক বা একাধিক পুরুষ সন্তান অর্থাৎ, পৌত্রীদের ভাইপো অথবা ভাইপো পুত্র থাকে, তবে ইহাদের কারণে পৌত্রীরা আছাবা হইবে এবং মৃতব্যক্তির কন্যাদ্বয়ের অংশ নেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা পৌত্র-পৌত্রীদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষকে প্রত্যেক নারীর দ্বিগুণ হারে বন্টন করা হইবে।

সহদোরা বোন

সহোদরা বোনের পাঁচ অবস্থা ঃ

(১) মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্রী ইত্যাদি কিছুই না থাকিলে এবং মাত্র একজন বোন থাকিলে সে $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) সম্পত্তি পাইবে।

(২) একাধিক বোন থাকিলে তাহারা $^{২}/_{৩}$ (তিন ভাগের দুই) ভাগ পাইবে। তাহারা উহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে।

(৩) সহোদরা বোনের সহিত মৃতব্যক্তির সহোদর ভাই থাকিলে বোন আছাবা হইবে এবং ভাই বোনের দ্বিগুণ পাইবে।

(৪) বোনের সহিত মৃতব্যক্তির কন্যা অথবা পৌত্রী (এক বা একাধিক) থাকিলেও বোন আছাবা হইবে এবং তাহাদের অংশ বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি পাইবে।

(৫) মৃতব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, পিতা অথবা দাদা বর্তমান থাকিলে বোন কিছুই পাইবে না।

বৈমাত্রেয়া বোন

সহোদরা বোনের অবর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোন থাকিলে সেও সহোদরা বোনের ন্যায় অংশ পাইবে। বৈমাত্রেয়া বোনের সাত অবস্থা। তন্মধ্যে পাঁচ অবস্থা সহোদরা বোনের ন্যায়। অর্থাৎ-

(১) মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র এবং সহোদরা বোন না থাকিলে এবং মাত্র একজন বৈমাত্রেয়া বোন থাকিলে সে $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) পাইবে।

(২) একাধিক বৈমাত্রেয়া বোন থাকিলে তাহারা $^{২}/_{৩}$ (তিন ভাগের দুই) ভাগ পাইবে। তাহারা পরস্পরে উহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে।

(৩) বৈমাত্রেয়া বোনের সহিত একজন সহোদরা বোন থাকিলে বৈমাত্রেয়া বোন (এক বা একাধিক হউক) $^{১}/_{৬}$ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(৪) সহোদরা বোন দুই বা ততোধিক হইলে বৈমাত্রেয়া বোন কিছুই পাইবে না।

(৫) দুই বা ততোধিক সহোদরা বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয়া বোনের সঙ্গে বৈমাত্রেয় ভাইও থাকিলে সহোদরা বোনদের $^{২}/_{৩}$ (তিন ভাগের দুই) ভাগ অংশ নেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বৈমাত্রেয়া ভাই-বোনেরা পাইবে এবং ভাই বোনের দ্বিগুণ হিসেবে পাইবে।

(৬) মৃতব্যক্তির সহোদর ভাই-বোন না থাকিলে বৈমাত্রেয়া বোন মৃতব্যক্তির কন্যার সংগে (কন্যা অভাবে পৌত্রীর সঙ্গে) আছাবা হইবে।

(৭) মৃতব্যক্তির পুত্র, পৌত্র অথবা প্রপৌত্র থাকিলে কিংবা বাপ অথবা দাদা জীবিত থাকিলে বৈমাত্রেয়া বোন কিছুই পাইবে না। ইহা শুধু বৈমাত্রেয়া বোনের বেলায়ই নহে, বরং মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র, বাপ, দাদার বর্তমানে সহোদর ভাই-বোনও বঞ্চিত হইবে।

মা

মা'র তিন অবস্থা ঃ

(১) যদি মৃতব্যক্তির সন্তান অর্থাৎ পুত্র, কন্যা বা পৌত্র-পৌত্রী একজনও থাকে অথবা তিন প্রকারের (সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয়) ভাই-বোন হইলে দুইজন অথবা ততোধিক থাকে, তবে মা মৃতব্যক্তির সম্পূর্ণ সম্পত্তির $^{১}/_{৬}$ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) যদি মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী বলিতে কেহই না থাকে অথবা তিন প্রকারের ভাই-ভগ্নি হইতে কমপক্ষে দুইজন না থাকে, তবে মা $^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(৩) যদি মৃতব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র–পৌত্রী কেহই না থাকে অথবা উল্লিখিত প্রকারের ভাই-বোন হইতে দুইজন না থাকে এবং মৃতব্যক্তি স্বামী হইলে স্ত্রী ও মাতা-পিতা ওয়ারিস হয় কিংবা মৃতব্যক্তি স্ত্রী হইলে স্বামী ও মাতা-পিতা ওয়ারিস হয়, তবে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার $^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক) ভাগ মা পাইবে। এমতাবস্থায় মৃতব্যক্তির এক ভাই থাকিলেও মা $^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক) ভাগ পাইবে। এই অবস্থায় যদি মৃতব্যক্তির বাপ না থাকে এবং দাদা থাকে, তবে মা সম্পূর্ণ সম্পত্তির $^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

দাদী

দাদীর দুই অবস্থা ঃ

(১) মৃতব্যক্তির পিতা কিংবা মাতা কেহ বর্তমান না থাকিলে দাদী $^{১}/_{৬}$ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) মৃতব্যক্তির পিতা অথবা মাতা কেহ জীবিত থাকিলে দাদী কিছুই পাইবে না।

বৈপিত্রেয়া বোন

বৈপিত্রেয়া বোনের তিন অবস্থা ঃ

(১) মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি কেহই বর্তমান না থাকিলেও একজন বৈপিত্রেয়া বোন থাকিলে সে $^{১}/_{৬}$ (ছয় ভাগের এক) ভাগ পাইবে।

(২) দুই বৈপিত্রেয়া বোন থাকিলে কিংবা এক বৈপিত্রেয়া বোন ও এক বৈপ্রিত্রেয় ভাই থাকিলে সকলে মিলিয়া $^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক) ভাগ পাইবে এবং তাহারা ভাই-বোন সকলেই ইহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোনের বেলায় পুরুষ ও নারীর ভেদাভেদ নাই। সকলেই সমান অংশ পায়।

(৩) মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি কেহ জীবিত থাকিলে বৈপিত্রেয়া বোন কিছুই পাইবে না। মৃতব্যক্তির বাপ অথবা দাদা-দাদী জীবিত থাকিলেও বৈপিত্রেয়া বোন সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে।

এক্ষণে ছয় প্রকার অংশের মধ্যে হইতে কোনটি অবস্থাভেদে কোন কোন ওয়ারিসগণের প্রাপ্য, সে সম্বন্ধে নিম্নে একটি নকশা পেশ করা হইল। ইহাতে এই বুনিয়াদী বিষয়টি আয়ত্ত করা আরও সহজ হইবে।

অংশ	প্রাপকের বিবরণ
$^{১}/_{২}$ (অর্ধেক)	ইহা পাঁচ ওয়ারিসের প্রাপ্য ঃ (১) সন্তানহীনা মৃতা স্ত্রীর স্বামী, (২) কন্যা- একজন হইলে এবং ভাই না থাকিলে, (৩) পৌত্রী- মৃতব্যক্তির পুত্র, কন্যা, পৌত্র ইত্যাদি না থাকিলে, (৪) সহোদরা বোন- একজন হইলে এবং মৃতব্যক্তির পুত্র ও পিতা না থাকিলে এবং (৫) বৈমাত্রেয়া বোন- সহোদরা বোনের অবর্তমানে।
$^{১}/_{৪}$ (চারি ভাগের এক)	ইহা দুইজন ওয়ারিসের প্রাপ্য ঃ (১) সন্তানহীন মৃত স্বামীর স্ত্রীর এবং (২) স্বামী-মৃতা স্ত্রীর সন্তানাদি থাকিলে।
$^{১}/_{৮}$ (আট ভাগের এক)	ইহা শুধু একজন ওয়ারিসের প্রাপ্য। স্বামীর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী ইত্যাদি বিদ্যমান থাকিলে ইহা স্ত্রীর প্রাপ্য।

$^{২}/_{৩}$ (তিন ভাগের দুই)	ইহা চারিজন ওয়ারিসের প্রাপ্য ঃ (১) কন্যা- দুই বা ততোধিক হইলে এবং ভাইয়ের সহিত আছাবা না হইলে, (২) পৌত্রী-কন্যা ও পৌত্রের অবর্তমানে, (৩) একাধিক সহোদরা বোন-মৃতব্যক্তির কোন সন্তান ও বাপ-দাদা না থাকিলে এবং (৪) বৈমাত্রেয়া বোন- মৃতব্যক্তির সন্তানাদি ও সহোদরা বোন না থাকিলে।
$^{১}/_{৩}$ (তিন ভাগের এক)	ইহা দুইজন ওয়ারিসের প্রাপ্য ঃ (১) মা- মৃতব্যক্তির সন্তানাদি না থাকিলে এবং কমপক্ষে দুইজন ভাই-বোন না থাকিলে, (২) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন একাধিক হইলে।
$^{১}/_{৬}$ (ছয় ভাগের এক)	ইহা তিনজন ওয়ারিসের প্রাপ্য ঃ (১) পিতা- মৃতব্যক্তির সন্তানাদি থাকিলে (২) মাতা-মৃতব্যক্তির সন্তানাদি থাকিলে কিংবা তিন প্রকারের ভাই-বোন হইতে কমপক্ষে দুইজন থাকিলে, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন শুধু একজন করিয়া হইলে।

যবিল-ফুরুযের উপরোক্ত বর্ণনা মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মৃতব্যক্তির পুত্র বর্তমান থাকার কারণে কোন কোন যবিল-ফুরুয সম্পূর্ণই বঞ্চিত হইয়া যায় এবং কোন কোন যবিল-ফুরুযের অংশ বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। ফলে যবিল-ফুরুযের নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর পুত্রের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। আপনি যে কোন মাসআলাই ধরুন না কেন, যবিল-ফুরুযের মধ্যে কোন ওয়ারিসের নির্ধারিত অংশই পুত্রের প্রাপ্য সম্পত্তির সমতুল্য অথবা উহার কাছাকাছি পৌঁছিবে না। পুত্রের প্রাপ্য সম্পত্তি সর্বাবস্থায়ই বেশী হইবে। সুতরাং যবিল-ফুরুযের মধ্যে গণ্য না হওয়া পুত্রের জন্য ক্ষতিকর নহে, বরং লাভজনক। যবিল-ফুরুযের মধ্যে গণ্য হইলে পুত্রের অংশও সীমাবদ্ধ হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে আছাবার মধ্যে গণ্য হওয়ায় পুত্র অন্যান্য যবিল-ফুরুযের স্বল্প ও নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যায়।

আছাবা

আরবি ভাষায় আছাবা শব্দের অর্থ মাংসপেশী। ফরায়েযের পরিভাষায় যাহাদের সহিত রক্ত-মাংসের সম্পর্ক রহিয়াছে এবং যাহারা যবিল-ফুরুযের

নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহাদিগকে বলা হয় আছাবা। সন্তান পিতার সহিত রক্ত-মাংসের শরীক। বলাবাহুল্য, এই কারণেও পুত্র আছাবার মধ্যে গণ্য হইবে, যবিল-ফুরুযের মধ্যে নহে।

আছাবা তিন প্রকার ঃ প্রথম প্রকার শুধু পুরুষদের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার মহিলাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

(১) আছাবা বেনাফসিহী। মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি মধ্যস্থলে কোন মেয়েলোকের সম্পর্ক না আসে, তবে উহাকে আছাবা বেনাফসিহী বলা হয়। যেমন–পিতা মারা গেলে তাহার সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন মেয়েলোকের মধ্যস্থতা আসে না। সুতরাং পুত্র আছাবা বেনাফসিহী।

আছাবা বেনাফসিহী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) মৃতব্যক্তির অধঃবংশ, যেমন-পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি। (২) মৃতব্যক্তির উর্ধ্ববংশ, যেমন–পিতা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি। (৩) মৃতব্যক্তির পিতার অধঃবংশ, যেমন–ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রের পুত্র ইত্যাদি। (৪) মৃতব্যক্তির দাদার অধঃবংশ, যেমন- চাচা, চাচাত ভাই, চাচাত ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি।

আছাবা বেনাফসিহীর এই চারি শ্রেণী একযোগে ওয়ারিস হয় না। বরং প্রথম শ্রেণীর কেহই জীবিত থাকিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহই ওয়ারিস হয় না। প্রথম শ্রেণীর কেহ না থাকিলে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহ থাকিলে তৃতীয় শ্রেণীর কেহই ওয়ারিস হয় না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহই না থাকিলে এবং তৃতীয় শ্রেণীর কেহ জীবিত থাকিলে চতুর্থ শ্রেণী ওয়ারিস হইবে না। সুতরাং মৃতব্যক্তির কোন পুত্র থাকিলে তাহার পিতা ও দাদা আছাবা হিসেবে কিছুই পাইবে না। যদি পুত্র না থাকে এবং পিতা কিংবা দাদা থাকে, তবে মৃতব্যক্তির ভাই ও ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়ারিস হইবে না। তদ্রূপ যদি পুত্র ও পিতা কেহই না থাকে এবং ভাই থাকে, তবে মৃতব্যক্তির চাচা ও চাচাত ভাই ওয়ারিস হইবে না।

উপরোক্ত শ্রেনীসমূহের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে আবার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আছে। যেমন- প্রথম শ্রেণীতে পুত্র পৌত্র অপেক্ষা মৃতব্যক্তির নিকটবর্তী এবং পৌত্র দূরবর্তী। নিকটবর্তী বর্তমান থাকিতে দূরবর্তী ওয়ারিস হইবে না। সুতরাং মৃতব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকিলে পৌত্র ওয়ারিস হইবে না ; যদিও তাহারা প্রথম শ্রেণীর আছাবা। নিকটবর্তীদের মধ্যে আবার কেহ এক সম্পর্ক বিশিষ্ট ও কেহ দুই সম্পর্ক বিশিষ্ট। যেমন– তৃতীয় শ্রেণীর আছাবার মধ্যে সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই অপেক্ষা নিকটবর্তী। সহোদর ভাই, বাপ ও মা উভয় দিক দিয়া সম্পর্ক বিশিষ্ট। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই শুধু পিতার দিক দিয়া এ সম্পর্ক বিশিষ্ট। তদ্রূপ চতুর্থ শ্রেণীতে যে চাচা পিতার সহোদর ভাই, সে দুই সম্পর্ক বিশিষ্ট এবং যে চাচা পিতার বৈমাত্রেয় ভাই, সে এক সম্পর্ক বিশিষ্ট।

এখন জানা দরকার যে, দুই সম্পর্ক বিশিষ্ট বর্তমান থাকিতে এক সম্পর্ক বিশিষ্ট ওয়ারিস হইবে না। সুতরাং মৃতব্যক্তির সহোদর ভাই জীবিত থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাই এবং মৃতব্যক্তির পিতার সহোদর ভাই (চাচা) বর্তমান থাকিলে পিতার বৈমাত্রেয় ভাই (চাচা) ওয়ারিস হইবে না।

একই শ্রেণীভুক্ত সমান সম্পর্ক বিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তি আছাবা শ্রেণীর ওয়ারিস সাব্যস্ত হইলে ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করা হইবে। যেমন–কোন মৃতব্যক্তির ১ম ও ২য় শ্রেণীর কোন আছাবা নাই। তবে ৩য় শ্রেণীতে ভাইয়ের অবর্তমানে ১০জন ভ্রাতুষ্পুত্র আছে। তাহারা শ্রেণী ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমান। সুতরাং মৃতব্যক্তির কোন যবিল–ফুরুয না থাকিলে ত্যাজ্য সম্পত্তি সমান ১০ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেককে একভাগ দেওয়া হইবে।

নিম্নে আছাবা বেনাফসিহীর চারি শ্রেণীর একটি নকশা পেশ করা হইল।

শ্রেণী	যাহারা আছাবা	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১ম শ্রেণী	মৃতব্যক্তির পুত্র ,, পৌত্র ,, প্রপৌত্র ইত্যাদি	সমস্ত আছাবার মধ্যে পুত্র অগ্রগণ্য। তাহার বর্তমানে তৎপরবর্তী সমস্ত আছাবাই বঞ্চিত হইবে। মৃতব্যক্তির কন্যারাও পুত্রের সহিত আছাবা হয়।
২য় শ্রেণী	মৃতব্যক্তির পিতা ,, দাদা ,, পরদাদা ইত্যাদি	প্রথম শ্রেণী বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আছাবা হইলে তাহারা কিছুই পাইবে না। তবে যবিল-ফুরুয হওয়ার কারণে নির্ধারিত ছয়ের এক অংশ পাইবে। পিতা জীবিত থাকিলে দাদা, পরদাদা কিছুই পাইবে না।
৩য় শ্রেণী	মৃতব্যক্তির সহোদর ভাই ,, বৈমাত্রেয় ভাই ,, ভ্রাতুষ্পুত্র ,, ভ্রাতুষ্পুত্রের ছেলে ইত্যাদি	মৃতব্যক্তির সহোদরা বোন বর্তমান থাকিলে সে সহোদর ভাই-এর সহিত আছাবা হইবে, মৃতব্যক্তির কন্যা ও সহোদরা বোনের বর্তমানে বৈমাত্রেয় ভাই বঞ্চিত। তবে বৈমাত্রেয়া বোন বৈমাত্রেয় ভাই-এর সহিত আছাবা হইবে।
৪র্থ শ্রেণী	মৃতব্যক্তির চাচা ,, চাচাত ভাই ,, চাচাত ভাইয়ের ছেলে ইত্যাদি	১ম, ২য় অথবা ৩য় শ্রেণীর কেহ বর্তমান থাকিলে তাহারা কেহই কিছু পাইবে না। তবে যবিল-ফুরুয হইলে নির্ধারিত অংশ পাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার আছাবাকে আছাবা-বেগায়রিহী বলা হয়। যবিল-ফুরুযের বর্ণনায় যেসব মহিলার অংশ অবস্থাভেদে $^{১}/_{২}$ (অর্ধেক) ও $^{২}/_{৩}$ (তিন ভাগের দুই) ভাগ বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ, একজন হইলে অর্ধেক এবং একাধিক হইলে $^{২}/_{৩}$ অংশ পায় তাহারাই আছাবা-বেগায়রিহীর অন্তর্ভুক্ত। বলাবাহুল্য, তাহরা হইল মৃতব্যক্তির কন্যা, পৌত্রী, সহোদরা বোন এবং বৈমাত্রেয়া বোন। এই চারিজন মহিলার সহিত তাহাদের ভাই জীবিত থাকিলে তাহারা ভাইয়ের দ্বারা আছাবা হইবে এবং যবিল-ফুরুযের অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তিতেও তাহারা পুরুষ নারীর দ্বিগুণ হিসাবে অংশ পাইবে।

তৃতীয় প্রকার আছাবাকে আছাবা মা'আ গায়রিহী বলা হয়। যে মহিলা অপর মহিলার বর্তমানে আছাবা হয়, সে এই প্রকার আছাবা। উদাহরণতঃ মৃতব্যক্তির এক বা একাধিক কন্যার বর্তমানে সহোদরা বোন কিংবা বৈমাত্রেয়া বোন আছাবা হয়। সুতরাং মৃতব্যক্তির সহোদরা কিংবা বৈমাত্রেয়া বোন আছাবা মা'আ গায়রিহী।

হজব

কোন ওয়ারিসের কারণে অপর কোন ওয়ারিসের আংশিকভাবে অথবা পূর্ণভাবে ওয়ারিসী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হওয়াকে ফরায়েযের পরিভাষায় হজব বলে। উদাহরণতঃ মৃত স্বামীর সন্তান থাকিলে স্ত্রী $^{১}/_{৪}$ হইতে বঞ্চিত হইয়া মাত্র $^{১}/_{৮}$ পায় এবং মৃতব্যক্তির পুত্রের কারণে পৌত্রী সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়।

হজব দুই প্রকার। (১) আংশিক হজব ও (২) সম্পূর্ণ হজব। এক ওয়ারিসের কারণে অপর ওয়ারিসের অংশ হ্রাস পাওয়াকে আংশিক হজব এবং এক ওয়ারিসের কারণে অপর ওয়ারিসের সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়াকে সম্পূর্ণ হজব বলা হয়।

নিম্নলিখিত ওয়ারিসদের অংশ অপর ওয়ারিসদের কারণে হ্রাস পায়-

(১) পুত্র-কন্যা অথবা পৌত্র-পৌত্রী জীবিত থাকিলে মৃতব্যক্তির পিতা ও মাতার অংশ $^{১}/_{৩}$ হইতে হ্রাস পাইয়া $^{১}/_{৬}$ হইয়া যায়।

(২) একাধিক ভাই-বোনের কারণে মৃতব্যক্তির মা'র অংশ $^{১}/_{৩}$ হইতে হ্রাস পাইয়া $^{১}/_{৬}$ হইয়া যায়।

(৩) মৃতব্যক্তির স্ত্রী ও পিতা উভয়ই জীবিত থাকিলে তাহার মা'র অংশ কমিয়া যায়। তদ্রূপ মৃতাস্ত্রীর স্বামী ও পিতা উভয়েই জীবিত থাকিলে তাহার মা'র অংশ কমিয়া যায়।

(৪) মৃতাস্ত্রীর সন্তান থাকিলে তাহার স্বামীর অংশ $^{১}/_{২}$ হইতে হ্রাস পাইয়া $^{১}/_{৪}$ হইয়া যায়।

(৫) মৃতস্বামীর সন্তান বর্তমান থাকিলে তাহার স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৪}$ হইতে কমিয়া $^{১}/_{৮}$ হইয়া যায়।

(৬) মৃতব্যক্তির একজন কন্যা থাকিলে পৌত্রীর অংশ $^{১}/_{২}$ হইতে কমিয়া $^{১}/_{৬}$ হইয়া যায়।

(৭) মৃতব্যক্তির একজন সহোদরা বোন থাকিলে বৈমাত্রেয়া বোনের অংশ $^{১}/_{৩}$ হইতে হ্রাস পাইয়া $^{১}/_{৬}$ হইয়া যায়।

(৮) মৃতব্যক্তির সন্তান জীবিত থাকিলে এবং পিতা না থাকিলে দাদা $^{১}/_{২}$-এর পরিবর্তে মাত্র $^{১}/_{৬}$ পাইবে।

নিম্নলিখিত ওয়ারিসগণ অপর ওয়ারিসের কারণে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় ঃ

(১) মৃতব্যক্তির পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী অথবা বাপ কিংবা দাদার কারণে বৈপিত্রেয় ভাই সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়।

(২) মৃতব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকিলে পৌত্র-পৌত্রী বঞ্চিত হয়।

(৩) মৃতব্যক্তির দুই কন্যা অথবা এক পুত্রের কারণে পৌত্রী বঞ্চিত হয়।

(৪) মৃতব্যক্তির মা জীবিত থাকিলে দাদী, নানী সকলেই বঞ্চিত হয়।

(৫) মৃতব্যক্তির পুত্র-পৌত্র অথবা পিতা-দাদা কেহ জীবিত থাকিলে সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈমাত্রেয়া ইত্যাদি সকল প্রকার ভাই-বোনই বঞ্চিত হয়।

(৬) মৃতব্যক্তির পিতা জীবিত থাকিলে দাদা, পরদাদা বঞ্চিত হয়।

(৭) মৃতব্যক্তির পিতা, ভাই, পুত্র, পৌত্র কেহ বর্তমান থাকিলে ভ্রাতুষ্পুত্র বঞ্চিত হয়।

কিছুসংখ্যক ওয়ারিস কোন অবস্থাতেই বঞ্চিত হয় না। যেমন-পুত্র, কন্যা। এই দুইজনের অংশ অন্য ওয়ারিসের কারণে হ্রাসও পায় না। তবে ইহা ভিন্ন কথা যে, পুত্র ও কন্যাদের সংখ্যা বেশী হইলে বন্টনের পর প্রত্যেকে কম অংশ পাইবে। মা-বাপ, স্বামী-স্ত্রী তাহারা অন্য ওয়ারিসের কারণে কখনও বঞ্চিত হয় না। হ্যাঁ, কোন কোন সময় মৃতব্যক্তির সন্তানাদি থাকিলে তাহাদের অংশ হ্রাস পাইয়া থাকে।

স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন ওয়ারিস অল্পবয়স্ক বলিয়া তাহার প্রাপ্য অংশ হ্রাস পাইবে না। যেমন–কোন মৃতব্যক্তির এক ছেলে বয়স্ক, সবল ও কর্মঠ এবং অপর ছেলে তিনদিনের দুগ্ধপোষ্য শিশু ; এক্ষেত্রে তাহারা উভয়েই সমান অংশ পাইবে। এমনকি গর্ভস্থিত সন্তানের অংশও সংরক্ষিত রাখা হইবে।

অবাধ্য ও বদস্বভাব হওয়ার কারণেও কেহ ওয়ারিসের অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে না। উদাহরণতঃ কোন এক মৃতব্যক্তির এক ছেলে আজীবন পিতার সেবা-যত্ন করিয়াছে, জীবনে কখনও পিতার নাফরমানী করে নাই। কিন্তু অপর ছেলে ভুলক্রমেও কখনো পিতার কাছে ঘেঁষে নাই। অধিকন্তু আজীবন পিতার নাফরমানী করিয়া তাহার মনে কষ্ট দিয়াছে। এক্ষেত্রেও উভয় ছেলে শরীয়ত মতে

পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির সমান অংশীদার হইবে। তবে পিতার নাফরমানী ও তাহার মনে কষ্ট দেওয়ার কারণে অবাধ্য ছেলে অবশ্যই গোনাহগার হইবে।

পিতা যদি অবাধ্যতার কারণে কোন ছেলেকে জীবিতাবস্থায় মৌখিক কিংবা লিখিতভাবে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া দেয়, তবে শরীয়ত মতে ছেলে ত্যাজ্য পুত্র হইয়া যাইবে না, বরং পিতার মৃত্যুর পর সেও অন্যান্য ছেলের ন্যায় ওয়ারিস হইবে। পিতা যদি কোন ছেলেকে বাস্তবিকই বঞ্চিত করিতে চায়, তবে তাহাকে জীবিত অবস্থায়ই সমস্ত সম্পত্তি অন্যান্য ওয়ারিসের নামে রেজিস্ট্রি করিয়া দিতে হইবে। ফলে মৃত্যুর পর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকার দরুন ছেলে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া কোন ওয়ারিসকে এইভাবে বঞ্চিত করা জায়েয নহে। রসূলে করীম (সঃ) বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি (শরীয়তসম্মত কারণ ব্যতীত) কোন ওয়ারিসকে বঞ্চিত করিবে, আল্লাহ তাআলা তাহাকে জান্নাত হইতে বঞ্চিত করিবেন।

কোন কোন আত্মীয় শরীয়ত মতে মোটেই ওয়ারিস নহে ; কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ তাহাদিগকে ওয়ারিস মনে করিয়া মাসআলা জিজ্ঞাসা করে এবং ফরায়েয করার সময় তাহাদের নামের তালিকাও পেশ করে। প্রসঙ্গক্রমে নিম্নে এই শ্রেণীর কিছুসংখ্যক আত্মীয়ের উল্লেখ করা গেল ঃ

(১) স্বামীর মা, বাপ, ভাই, বোন ইত্যাদি আত্মীয় স্ত্রীর পক্ষে আপন নহে। সেমতে স্ত্রী তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর এবং দেবর-ননদের সম্পত্তিতে ওয়ারিস হইবে না। (২) স্ত্রীর মা, বাপ, ভাই, বোন ইত্যাদি আত্মীয় স্বামীর আপন নহে। সুতরাং জামাতা শ্বশুর-শাশুড়ীর সম্পত্তিতে এবং শ্বশুর-শাশুড়ী জামাতার সম্পত্তিতে ওয়ারিস নহে।

(৩) কোন পুরুষ কাহারও ওয়ারিস হইলে তাহার স্ত্রীও ওয়ারিস হইবে- এরূপ নহে। যেমন– পুত্র পিতার ওয়ারিস; কিন্তু পুত্রের স্ত্রী ওয়ারিস নহে। তবে যদি পুত্রের স্ত্রী ভাগ্নেয়ী অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রী হয়, তবে সেও ওয়ারিস হইতে পারিবে।

(৪) তদ্রূপ পিতা পুত্রের সম্পত্তিতে ওয়ারিস; কিন্তু পিতার স্ত্রী অর্থাৎ বিমাতা ওয়ারিস নহে। একমাত্র আপন মা হইলেই ওয়ারিস হইবে।

(৫) কোন মহিলা কাহারও ওয়ারিস, তাহার স্বামীও ওয়ারিস হইবে- এরূপ নহে। যেমন– কন্যা পিতার ওয়ারিস; কিন্তু কন্যার স্বামী ওয়ারিস নহে। তবে যদি কন্যার স্বামী ভ্রাতুষ্পুত্র হয়, তবে সে ওয়ারিস হইতে পারিবে।

(৬) তদ্রূপ মাতা পুত্রের সম্পত্তিতে ওয়ারিস; কিন্তু মাতার স্বামী অর্থাৎ বিপিতা ওয়ারিস নহে। কেবল পিতা হইলেই ওয়ারিস হইবে।

(৭) সেবা-যত্ন ও টাকা-পয়সা খরচ করার কারণে কেহ কাহারো ওয়ারিস হয় না। কাজেই কেহ যদি কোন বালকের লালন-পালন করে, তাহার লেখা-পড়ার বন্দোবস্ত করে এবং বিবাহে অজস্র টাকা-পয়সা ব্যয় করে, এই বালক বড় হইয়া

সহায়–সম্মতি রাখিয়া মারা গেলে উক্ত লালন-পালনকারী ব্যক্তি তাহার ওয়ারিস হইবে না, বরং এরূপ ক্ষেত্রে মৃতের আত্মীয়রাই ওয়ারিস বলিয়া গণ্য হইবে ; যদিও তাহারা কোন দিন বালকের দেখাশুনা করে নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বালকের উচিত এই লালন-পালনকারী ব্যক্তির জন্য কিছু সম্পত্তি ওছিয়ত করিয়া যাওয়া কিংবা জীবিতাবস্থায়ই তাহার নামে কিছু সম্পতি দান করতঃ তাহার দখলে ছাড়িয়া দেওয়া।

(৮) কাহাকেও ওয়ারিসের মত মনে করিয়া লইলে সে ওয়ারিস হইয়া যাইবে না। কাজেই আমাদের দেশে প্রচলিত পোষ্যপুত্র ও পোষ্যকন্যারা শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিস হইবে না। এরূপ পোষ্যপুত্র ও পোষ্যকন্যাদিগকে কিছু দিতে চাহিলে সুস্থ ও সজ্ঞান অবস্থায় দান করিয়া তাহাদের দখলে ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রয়োজন মনে হইলে যথারীতি রেজিস্ট্রি করিয়া দিবে–যাহাতে মৃত্যুর পর কলহ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকে।

যবিল-ফুরুযের অংশ বন্টনের পদ্ধতি

এ পর্যন্ত যবিল-ফুরুযের অংশ পৃথক পৃথক বর্ণিত হইল। কোন এক মাসআলায় কতিপয় যবিল-ফুরুয একত্রিত হইলে মোট সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সঠিকভাবে বন্টন করার পদ্ধতি কি হইবে এক্ষণে তাহাই বর্ণিত হইবে। যবিল-ফুরুযের অংশ নির্ধারিত। সুতরাং তাহাদের অংশ বাহির হইয়া পড়িলে আছাবা ও যবিল-আরহামের অংশ বাহির করা আপনা আপনিই সম্পন্ন হইয়া যায়। কারণ, যবিল-ফুরুযের অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তিই আছাবা পাইবে। আছাবা একাধিক পুরুষ হইলে অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করিবে এবং পুরুষ ও নারী মিলিয়া একাধিক হইলে "প্রত্যেক পুরুষ নারীর দ্বিগুণ" হিসেবে বন্টন করিলেই চলিবে।

যবিল-ফুরুযের কয়েকটি অংশ একত্রিত হইলে সর্বপ্রথম উহাদের ল,সা,গু বাহির করিতে হইবে। অর্থাৎ, মোট সম্পত্তিকে মোট কত ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশ বাহির করিতে হইবে, তাহা বাহির করিতে হইবে। এই ল,সা,গু সংখ্যাটিকে মাখরাজ বা মূল সংখ্যা বলা হয়।

অতএব, প্রত্যেক মাসআলার মাখরাজ বা মূল সংখ্যা জানার জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতি বর্ণিত হইল।

কোরআন শরীফে বর্ণিত ছয় প্রকার অংশ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ $^{১}/_{২}$, $^{১}/_{৪}$ ও $^{১}/_{৮}$ ইহারা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের মধ্যে সবচাইতে ছোট অংশটি হইল $^{১}/_{৮}$; $^{২}/_{৩}$, $^{১}/_{৩}$ ও $^{১}/_{৬}$ ইহারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

যদি কোন মাসআলায় ইহাদের মধ্য হইতে একটি মাত্র অংশ আসে, তবে মূল সংখ্যা জানা মোটেই কঠিন নহে। কারণ, ইহা জানা কথা যে, ঐ একটি অংশের

সমষ্টি সংখ্যা হইল উহার মূল সংখ্যা। এই মূল সংখ্যা হইতে অংশটি দিয়া দিলেই মাসআলা সম্পন্ন হইয়া যাইবে। উদাহরণতঃ কোন মাসআলায় ওয়ারিস হইল স্বামী ও এক পুত্র। এখানে স্বামী যবিল-ফুরুয, তাহার অংশ $^{১}/_{৪}$। পুত্র আছাবা। এখানে $^{১}/_{৪}$ -এর মূল সংখ্যা ৪। অতএব, মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগ করিয়া ১ ভাগ স্বামীকে এবং অবশিষ্ট ৩ ভাগ পুত্রকে দেওয়া হইবে। মাসআলাটি এইভাবে লিখিত হইবে-

মৃত মরিয়ম– মূল সংখ্যা ৪

ওয়ারিসান

স্বামী	পুত্র
১	৩

কিন্তু যদি কোন মাসআলায় দুইজন যবিল-ফুরুযের দুইটি অংশ আসে, তবে দেখিতে হইবে যে, অংশ দুইটি উপরোক্ত শ্রেণী অনুযায়ী একই শ্রেণীভুক্ত কি না। যদি একই শ্রেণীভুক্ত হয়, তবে মোট সম্পত্তিকে উহাদের মধ্যে সবচাইতে ছোট অংশের সমষ্টি সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। উদাহরণতঃ কোন মাসআলায় ওয়ারিস হইল স্ত্রী, এক কন্যা ও চাচা। এখানে স্ত্রী ও কন্যা যবিল-ফুরুয হওয়ায় তাহাদের নির্ধারিত অংশ যথাক্রমে $^{১}/_{৪}$ ও $^{১}/_{২}$। চাচা এই মাসআলায় আছাবা শ্রেণীভুক্ত। যবিল-ফুরুযের এই দুইটি অংশই প্রথম শ্রেণীভুক্ত। অতএব, সব চাইতে ছোট অংশ $^{১}/_{৮}$ এর সমষ্টি সংখ্যা ৮ দ্বারা মোট সম্পত্তিকে ভাগ করিতে হইবে এবং উহার $^{১}/_{৮}$ অর্থাৎ ১ স্ত্রীকে, $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৪ কন্যাকে এবং অবশিষ্ট ৩ চাচাকে দেওয়া হইবে। মাসআলাটি এইভাবে লিখিতে হইবে-

মৃত জায়েদ– মূল সংখ্যা ৮

ওয়ারিসান

স্ত্রী	কন্যা	চাচা
১	৪	৩

কোন মাসআলায় তিনজন যবিল–ফুরুয থাকিলে এবং তাহাদের অংশ একই শ্রেণীভুক্ত হইলেও উপরোক্ত নিয়মে তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করিতে হইবে। অর্থাৎ, সবচাইতে ছোট অংশটির সমষ্টি সংখ্যায় মোট সম্পত্তিকে ভাগ করিয়া প্রত্যেকের নির্ধারিত অংশ দিতে হইবে।

পক্ষান্তরে, যদি কোন মাসআলায় দুই শ্রেণীর অংশ আসে, তবে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা এই যে, প্রথম শ্রেণীর $^{১}/_{২}$ অংশ দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন একটি অংশের সহিত একত্রে পাওয়া গেলে মোট সম্পত্তিকে ছয় ভাগে ভাগ

করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীর ১/২ অংশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ১/৩ অংশের সহিত একত্রে আসার উদাহরণ এইরূপ হইবেঃ এক ব্যক্তি মারা গেল। তাহার ওয়ারিস এক কন্যা, মা ও চাচা। এখানে কন্যা ও মা যবিল-ফুরুয এবং চাচা আছাবা। কন্যার নির্ধারিত অংশ ১/২ ইহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। মা'র নির্ধারিত অংশ ১/৩, ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং সম্পত্তিকে ছয় ভাগ করিয়া উহার ১/২ অর্থাৎ ৩ কন্যাকে, ১/৩ অর্থাৎ ২ মা'কে এবং অবশিষ্ট ১ ভাগ চাচাকে দেওয়া হইবে।

মৃত আবদুল করিম– মূল সংখ্যা ৬
ওয়ারিসান

কন্যা	মা	চাচা
৩	২	১

প্রথম শ্রেণীর ১/২ অংশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটি অথবা তিনটি অংশের সহিত একত্রে পাওয়া গেলেও মোট সম্পত্তিকে ছয় ভাগেই ভাগ করিতে হইবে।

যদি প্রথম শ্রেণীর ১/৪ অংশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন একটি অংশের সাথে একত্রে পাওয়া যায়, তবে মূল সংখ্যা ১২ হইবে। অর্থাৎ, মোট সম্পত্তিকে প্রথমে ১২ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেকের অংশ দিতে হইবে। উদাহরণতঃ স্বামী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, মা ও চাচা। এখানে স্ত্রী ও মা যবিল-ফুরুয এবং চাচা আছাবা। স্ত্রীর অংশ ১/৪; ইহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত। মা'র অংশ ১/৩; ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং ১২-কে মূল সংখ্যা ধরিয়া ১/৪ অর্থাৎ, ৩ স্ত্রীকে, ১/৩ অর্থাৎ ৪ মা'কে এবং অবশিষ্ট ৫ ভাগ চাচাকে দিতে হইবে-

মৃত জাহেদ আলী- মূল সংখ্যা ১২
ওয়ারিসান

স্ত্রী	মা	চাচা
৩	৪	৫

তদ্রূপ প্রথম শ্রেণীর ১/৪ অংশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সবগুলি অংশের সহিত একত্রে পাওয়া গেলেও মূল সংখ্যা ১২ই হইবে।

প্রথম শ্রেণীর ১/৮ অংশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর যে কোন একটি অংশের সহিত পাওয়া গেলে মূল সংখ্যা ২৪ হইবে। উদাহরণতঃ স্বামী মারা গেল এবং স্ত্রী, দুই কন্যা ও চাচা ওয়ারিস রহিল। এখানে স্ত্রীর অংশ ১/৮ ইহা প্রথম শ্রেণীভুক্ত এবং দুই কন্যার অংশ ১/৩ ইহা দ্বিতীয় শ্রেণী ভুক্ত। চাচা আছাবা। সুতরাং ২৪কে মূল সংখ্যা ধরিয়া উহার ১/৮ অর্থাৎ ৩ স্ত্রীকে, ২/৩ অর্থাৎ,১৬ দুই কন্যাকে এবং অবশিষ্ট ৫ চাচাকে দেওয়া হইবে।

মৃত জায়েদ আলী- মূল সংখ্যা ২৪
ওয়ারিসান

স্ত্রী	কন্যা	কন্যা	চাচা
৩	৮	৮	৫

তদ্রূপ $^{১}/_{৮}$ অংশটি দ্বিতীয় শ্রেণীর সবগুলি অংশের সহিত পাওয়া গেলেও সমস্ত সম্পত্তি ২৪ ভাগই করিতে হইবে।

মোটকথা, যদি মাসআলার মধ্যে মাত্র একজন যবিল-ফুরুয পাওয়া যায়, তবে মোট ছয়টি মাসআলা হইতে পারিবে এবং এই ছয়টি মাসআলার (অর্থাৎ $^{১}/_{২}$ $^{১}/_{৩}$ $^{২}/_{৩}$ $^{১}/_{৪}$ $^{১}/_{৬}$ $^{১}/_{৮}$ এই ছয় প্রকার অংশের) সম্ভাব্য মূল সংখ্যা হইবে ২, ৩, ৪, ৬, ৮। পক্ষান্তরে যদি মাসআলার মধ্যে দুই বা ততোধিক যবিল-ফুরুয পাওয়া যায়, তবে মাসআলা যেভাবেই হউক না কেন, সম্ভাব্য মূল সংখ্যা হইবে ১২ ও ২৪।

অতএব মাসআলার মধ্যে আউল, তাছবীহ (ইহাদের বর্ণনা পরে আসিতেছে) ইত্যাদি না থাকিলে যবিল-ফুরুযের অংশ বন্টনের মোট সম্ভাব্য মূল সংখ্যা হইতেছে ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪।

আউল

কোন সময় এমন হয় যে, যবিল-ফুরুয ওয়ারিসদিগকে তাহাদের নির্ধারিত অংশ দিতে গেলে মোট সম্পত্তি তথা মূল সংখ্যা হইতে তাহাদের অংশ বাড়িয়া যায়। এমতাবস্থায় মূল সংখ্যা ধরিয়া সম্পত্তি ভাগ করিতে গেলে কেহ পায় এবং কেহ তাহার নির্ধারিত অংশ পায় না। উদাহরণতঃ একজন স্ত্রীলোক মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্বামী, দুই সহোদরা বোন এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোন। এখানে সহোদরা বোনদের অংশ $^{২}/_{৩}$, বৈপিত্রেয়া বোনদের $^{১}/_{৩}$ এবং স্বামীর $^{১}/_{২}$। এই অংশগুলির মূল সংখ্যা হইতেছে ৬। অথচ মোট সম্পত্তিকে ছয় ভাগ ধরিয়া সহোদরা বোনদিগকে $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪, বৈপিত্রেয়া বোনদিগকে $^{১}/_{৩}$ অর্থাৎ ২ ভাগ দিলে স্বামীর জন্য $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ ভাগ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, মোট সম্পত্তি হইল ৬ ভাগ এবং অংশ হইতেছে ৪+২+৩=৯। ইহা নিঃসন্দেহে একটি জটিল সমস্যা।

হযরত ওমর রাযিয়াল্লাহু এই সমস্যার সমাধানের জন্য একটি নিয়ম বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ফরায়েযের পরিভাষায় এই নিয়মটিকে 'আউল' বলা হয়। নিয়মটি এই যে, মূল সংখ্যা পরিবর্তিত করিয়া ওয়ারিসদের অংশ অনুযায়ী তাহা বাড়াইয়া দেওয়া। যেমন, উপরোক্ত মাসআলায় ওয়ারিসদের অংশ অনুযায়ী মূল সংখ্যা ৬ হইতে বাড়াইয়া ৯ ধরা। এই মাসআলায় ৯কে মূল সংখ্যা ধরিলে প্রত্যেক ওয়ারিসকে তাহার ন্যায্য অংশ দিতে অসুবিধা হইবে না। সুতরাং

উপরোক্ত মাসআলায় মোট সম্পত্তিকে ৯ ভাগ করিয়া স্বামীকে ৩, সহোদরা বোনকে ৪ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোনকে ২ ভাগ দিতে হইবে।

এখানে কোন মূল সংখ্যা হইতে কোন সংখ্যার দিক আউল হইতে পারে, সে সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা থাকা নেহায়েত দরকার।

যবিল-ফুরুয ওয়ারিসদের ছয় প্রকার অংশের সম্ভাব্য মূল সংখ্যা ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১২ ও ২৪-এর মধ্যে ২, ৩, ৪ ও ৮-এর কোন আউল হয় না। অর্থাৎ, এই চারিটি মূল সংখ্যার যত প্রকার মাসআলা সম্ভবপর, উহাদের কোনটিতেই আউল করার মত জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয় না। বরং নির্ধারিত অংশের সমষ্টি ও মূল সংখ্যা সমান সমান থাকে। তবে ৬, ১২ ও ২৪ এই তিনটি মূল সংখ্যায় মাঝে মাঝে ওয়ারিসদের অংশ বাড়িয়া যায়। তখন বাধ্য হইয়া আউল করিতে হয়।

মূল সংখ্যা ৬-এর আউল কোন কোন সময় ৭-এর দিকে হয়। যেমন– স্ত্রী মারা গেল ও তাহার ওয়ারিস রহিল স্বামী ও দুই সহোদরা বোন। ইহারা সকলেই যবিল-ফুরুয শ্রেণীর ওয়ারিস। স্বামীর অংশ $^{১}/_{২}$ এবং বোনদের অংশ $^{২}/_{৩}$। এই দুই সংখ্যার মূল সংখ্যা হইল ৬। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া স্বামীকে $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ দিলে বোনদের জন্য $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, এখানে মূল সংখ্যা তথা মোট সম্পত্তি হইল ৬ এবং ওয়ারিসদের অংশ হইল ৭। কাজেই এখানে আউল করিতে হইবে এবং ৭ কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্বামীকে ৩ ভাগ এবং সহোদরা বোনদিগকে ৪ ভাগ (প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া) দিতে হইবে। মাসআলাটি এইভাবে লিখিতে হইবে-

মৃত হামেদ আলি- মূল সংখ্যা-৬ আঃ ৭

ওয়ারিসান

স্বামী	বোন	বোন
৩	২	২

মূল সংখ্যা ৬-এর আউল কোন কোন সময় ৮-এর দিকেও হয়। যেমন– মৃতা স্ত্রীর ওয়ারিস রহিল স্বামী, দুই বৈমাত্রেয়া বোন এবং মা। ইহারা সকলেই যবিল-ফুরুয। এখানে স্বামীর অংশ $^{১}/_{২}$, দুই বৈমাত্রেয়া বোনের অংশ $^{২}/_{৩}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। এই তিন সংখ্যার মূল সংখ্যা হইতেছে ৬। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া $^{১}/_{২}$, অর্থাৎ ৩ স্বামীকে দিলে, বোনদের $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪ এবং মা'র $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, এখানে মোট সম্পত্তি হইতেছে ৬ এবং ওয়ারিসদের অংশ হইতেছে ৮। কাজেই আউল করতঃ ৮ কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্বামীকে ৩ ভাগ, দুই বোনকে ৪ ভাগ (প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া) এবং মা'কে ১ ভাগ দিতে হইবে। মাসআলাটি এইভাবে লিখিবে-

মৃত করিমন নেছা-মূল ৬ আঃ ৮
ওয়ারিসান

স্বামী	বৈমাত্রেয়া বোন	বৈমাত্রেয়া বোন	মা
৩	২	২	১

মূল সংখ্যা ৬-এর আউল কোন কোন সময় ৯-এর দিকে হয়। ইহার উদাহরণ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

মূল সংখ্যা ৬-এর আউল কোন কোন সময় ১০-এর দিকে হয়। যেমন- কোন মৃতা স্ত্রীর ওয়ারিস রহিল স্বামী, দুই বৈমাত্রেয়া বোন, দুই বৈপিত্রেয়া বোন এবং মা। এখানে স্বামীর অংশ $^{১}/_{২}$, দুই বৈমাত্রেয়া বোনের অংশ $^{২}/_{৩}$, দুই বৈপিত্রেয়া বোনের অংশ $^{১}/_{৩}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। এই সবগুলি সংখ্যার মূল সংখ্যা হইল ৬। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া স্বামীকে $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ, ৩ দিলে বৈমাত্রেয়া বোনদের $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪, বৈপিত্রেয়া বোনদের $^{১}/_{৩}$ অর্থাৎ ২ এবং মা $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ, ১ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এখানে মোট সম্পত্তি ৬ এবং ওয়ারিসদের অংশ হইতেছে ১০। কাজেই আউল করতঃ ১০ কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্বামীকে ৩ ভাগ, দুই বৈমাত্রেয়া বোনদের প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া মোট ৪ ভাগ, দুই বৈপিত্রেয়া বোনদের প্রত্যেককে ১ ভাগ করিয়া মোট ২ ভাগ এবং মা'কে ১ ভাগ দেওয়া হইবে। মাসআলাটি এইভাবে লিখা হইবেঃ

মৃতা শরীফন-মূল ৬ আঃ ১০
ওয়ারিসান

স্বামী	বৈমাত্রেয়া বোন	বৈমাঃ বোন	বৈপিত্রেয়া বোন	বৈপিঃ বোন	মা
৩	২	২	১	১	১

মোটকথা, মূল সংখ্যা ৬-এর আউল ৭,৮,৯,১০ এই চারটি সংখ্যার দিকে চারিবার হইতে পারে।

মূল সংখ্যা ১২ এবং আউল ১৩-এর দিকে হয়। যেমন– স্বামী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, দুই সহোদরা বোন ও মা। এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৪}$, দুই সহোদরা বোনের অংশ $^{২}/_{৩}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। এই তিন সংখ্যার মূল সংখ্যা ১২। কিন্তু মোট সম্পত্তি ১২ ভাগ করিয়া স্ত্রীকে $^{১}/_{৪}$ অর্থাৎ ৩, দুই সহোদরা বোনকে $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৮ দিলে মা'র $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ২ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, এখানে মোট সম্পত্তি হইল ১২ এবং ওয়ারিসদের অংশ হইবে ১৩। কাজেই আউল করতঃ ১৩ কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্ত্রীকে ৩ ভাগ, দুই সহোদরা বোনদের প্রত্যেককে ৪ ভাগ করিয়া মোট ৮ ভাগ এবং মা'কে ২ ভাগ দেওয়া হইবে।

মাসআলাটি এইভাবে লেখা হইবে ঃ

মৃত জাহেদ আলী- মূল ১২ আঃ ১৩
ওয়ারিসান

স্ত্রী	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন	মা
৩	৪	৪	২

মূল সংখ্যা ১২-এর আউল ১৫-এর দিকে হয়। যেমন- স্বামী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, দুই সহোদরা বোন ও দুই বৈপিত্রেয়া বোন। এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৪}$, দুই সহোদরা বোনের অংশ $^{২}/_{৩}$ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোনের অংশ $^{১}/_{৩}$। এই তিন সংখ্যার মূল সংখ্যা হইল ১২। কিন্তু মোট সম্পত্তি ১২ ভাগ করিয়া স্ত্রীকে $^{১}/_{৪}$ অর্থাৎ ৩, দুই সহোদরা বোনকে $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৮ ভাগ দিলে দুই বৈপিত্রেয়া বোনদের $^{১}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪ ভাগ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ এখানে মোট সম্পত্তি ১২ এবং অংশ হইতেছে ১৫। কাজেই আউল করতঃ ১৫ কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্ত্রীকে ৩ ভাগ, দুই সহোদরা বোনদের প্রত্যেককে ৪ ভাগ করিয়া মোট ৮ ভাগ এবং দুই বৈপিত্রেয়া বোনদের প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া মোট ৪ ভাগ দেওয়া হইবে।

যেমন-

মৃত জাহেদ আলী- মূল ১২ আঃ ১৫
ওয়ারিসান

স্ত্রী	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন	বৈপিত্রেয়া বোন	বৈপিত্রেয়া বোন
৩	৪	৪	২	২

মূল সংখ্যা ১২-এর আউল ১৭-এর দিকেও হয়। যেমন- স্বামী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, দুই সহোদরা বোন, দুই বৈপিত্রেয়া বোন ও মা। এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৪}$, সহোদরা বোনদের অংশ $^{২}/_{৩}$, বৈপিত্রেয়া বোনদের অংশ $^{১}/_{৩}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। এই সংখ্যাগুলির মূল সংখ্যা হইল ১২। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ১২ ভাগ করিয়া স্ত্রীকে $^{১}/_{৪}$ অর্থাৎ ৩ ভাগ, দুই সহোদরা বোনকে $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৮ ভাগ দিলে দুই বৈপিত্রেয়া বোন $^{১}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪ ভাগ এবং মা'র $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ২ ভাগ অবশিষ্ট থাকে না। কেননা, এখানে মোট সম্পত্তি ১২ ভাগ এবং ওয়ারিসদের অংশ হইল ১৭। কাজেই আউল করতঃ ১৭-কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্ত্রীকে ৩ ভাগ, দুই সহোদরা বোনদের প্রতেক্যকে ৪ ভাগ করিয়া মোট ৮ ভাগ, দুই বৈপিত্রেয়া বোনদের প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া মোট ৪ ভাগ এবং মা'কে ২ ভাগ দেওয়া হইবে। যেমন-

মৃত আবদুল করিম– মূল ১২ আঃ ১৭
ওয়ারিসান

স্ত্রী	সহোদরা বোন	সহোদরা বোন	বৈপিঃ বোন	বৈপিঃ বোন	মা
৩	৪	৪	২	২	২

মোটকথা, মূল সংখ্যা ১২-এর আউল সর্বমোট তিন বার অর্থাৎ ১৩, ১৫, ও ১৭-এর দিকে হইতে পারে।

মূল সংখ্যা ২৪-এর আউল শুধুমাত্র ২৭-এর দিকে হয়। ইহা ছাড়া অপর কোন সংখ্যার দিকে ইহার আউল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। যেমন– স্বামী মারা গেল, তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, দুই কন্যা, পিতা ও মাতা। এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৮}$, দুই কন্যার অংশ $^{২}/_{৩}$, পিতার অংশ $^{১}/_{৬}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। এই সংখ্যাগুলির মূল সংখ্যা হইল ২৪। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ২৪ ভাগ করিয়া স্ত্রীকে $^{১}/_{৮}$ অর্থাৎ ৩ ভাগ, দুই কন্যাকে $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ১৬ ভাগ এবং পিতাকে $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ৪ ভাগ দিলে মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ, ৪ ভাগ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ মোট সম্পত্তি হইল ২৪ ভাগ এবং ওয়ারিসদের অংশ হইতেছে ২৭ ভাগ। কাজেই ২৭কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্ত্রীকে ৩ ভাগ, দুই কন্যার প্রত্যেককে ৮ ভাগ করিয়া মোট ৬ ভাগ, পিতাকে ৪ ভাগ এবং মা'কে ৪ ভাগ দেওয়া হইবে। যেমন–

মৃত আবদুর রহমান- মূল ২৪ আঃ ২৭
ওয়ারিসান

স্ত্রী	কন্যা	কন্যা	পিতা	মা
৩	৮	৮	৪	৪

এই মাসআলাটিকে "মাসআলায়ে-মিম্বরিয়াহ" বলা হয়। এইরূপ নামকরণের হেতু এই যে, হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু একবার খোৎবা দেওয়ার জন্য মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইতেছিলেন, ঠিক তখনই তাহাকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি মিম্বরে দাঁড়াইয়াই উপস্থিত বুদ্ধির বলে প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দান করেন। ইহাতে শ্রোতাগণ অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করেন। মিম্বরে দাঁড়ান অবস্থাতেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকে "মাসআলায়ে-মিম্বরিয়াহ" বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, মাসআলায় আছাবা শ্রেণীর ওয়ারিস থাকে, উহাতে আউল হয় না। কারণ, আছাবা থাকিলে যবিল-ফুরুযের অংশ নেওয়ার পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে তাহা আছাবা পায়। অথচ যে মাসআলায় আউল হয়, সেখানে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না বরং আউলের মাসআলায় যবিল-ফুরুযের মোট সম্পত্তি হইতে বেশী হইয়া যায়।

তাছহীহ

তাছহীহ শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশুদ্ধীকরণ। ফরায়েযের পরিভাষায় এক শ্রেণীর একাধিক ওয়ারিসদের প্রাপ্য অংশে ভগ্নাংশের প্রয়োজন দেখা দিলে যে উপায়ের মাধ্যমে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকেই তাহাদের মধ্যে প্রাপ্য অংশ বন্টন করা হয়, উহাকে তাছহীহ বলে। উপায়টি এই যে, এক শ্রেণীর ওয়ারিসদের যে সংখ্যা থাকিবে উহার ন্যূনতম অবিভাজ্য সংখ্যা দ্বারা মূল সংখ্যাকে গুণ করিতে হইবে। অতঃপর গুণফলকে মূল সংখ্যা ধরিয়া ওয়ারিসদের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন করিতে হইবে।

উদাহরণতঃ কোন ব্যক্তি মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল পিতা, মা ও ১০ কন্যা। এখানে পিতা $^{১}/_{৬}$, মা $^{১}/_{৬}$ ও দশ কন্যা $^{২}/_{৩}$ অংশ পাইবে। এই তিনটি সংখ্যার মূল সংখ্যা হইল ৬। এখন মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগে ভাগ করিয়া পিতাকে $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ ভাগ, মা'কে ১/৬ অর্থাৎ,১ ভাগ, দশ কন্যাকে ২/৩ অর্থাৎ ৪ ভাগ দিতে হইবে। কিন্তু কন্যাদের সংখ্যা হইল ১০ এবং তাহাদের প্রাপ্য অংশ ৪। এখন ৪ কে ১০ জনের মধ্যে ভাগ করিতে গিয়া ভগ্নাংশের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। সুতরাং সম্পূর্ণ মাসআলাটিতেই তাছহীহ করিতে হইবে- যাহাতে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকেই সকলের মধ্যে অংশ বন্টন করা যায়।

সেমতে এক শ্রেণীর ওয়ারিস অর্থাৎ কন্যাদের সংখ্যা হইল ১০। ইহার ন্যূনতম অবিভাজ্য সংখ্যা হইল ৫। কারণ ৫ কে সমান অংশে ভাগ করা যায় না। এই ৫ দ্বারা মূল সংখ্যা ৬কে গুণ করিতে হইবে। ফল হইবে ৩০। এখন মোট সম্পত্তি ৩০ ভাগে ভাগ করিয়া সকল ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। তাছহীহ করার পূর্বে পিতার অংশ ছিল ১। এখন উহা ৫ গুণ বর্ধিত হইবে। সুতরাং এখন পিতার অংশ হইবে ১X৫= ৫ ভাগ। তদ্রূপ মা'র অংশ ১X৫= ৫ ভাগ হইবে। এইরূপে ৩০ ভাগ হইতে পিতা ও মা'র অংশ মোট ১০ ভাগ চলিয়া গেল। অবশিষ্ট রহিল ২০ ভাগ। এখন এই ২০ ভাগকে ১০ কন্যার প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া দিলে ভগ্নাংশ ব্যতিরেকেই প্রত্যেক ওয়ারিস আপন প্রাপ্য অংশ পাইয়া যাইবে।

যেসব মাসআলায় আউল হয় না, উপরোক্ত নিয়মটি শুধু সেগুলিতেই প্রযোজ্য। কোন আউলবিশিষ্ট মাসআলা হইলে ওয়ারিসদের সংখ্যার ন্যূনতম অবিভাজ্য সংখ্যা দ্বারা মূল সংখ্যাকে গুণ করার পরিবর্তে যে যে সংখ্যার দিকে আউল হয়, উহাকেই গুণ করিতে হইবে।

উদাহরণতঃ স্ত্রী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্বামী, পিতা, মা ও ছয় কন্যা। এখানে স্বামীর অংশ $^{১}/_{৪}$, পিতার অংশ $^{১}/_{৬}$, মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$ এবং ছয় কন্যার অংশ $^{২}/_{৩}$। এই সংখ্যাগুলির মূল ১২। মোট সম্পত্তিকে ১২ ভাগ করিয়া স্বামীকে

১/৪ অর্থাৎ ৩ ভাগ, পিতাকে ১/৬ অর্থাৎ ২ ভাগ, মা'কে ১/৬ অর্থাৎ ২ ভাগ এবং ছয় কন্যাকে ২/৩ অর্থাৎ ৮ ভাগ দিলে মোট অংশ হইয়া যায় ১৫। সুতরাং মাসআলাটি ১৫-এর দিকে আউল হইতেছে। এখন এক শ্রেণীর ওয়ারিস অর্থাৎ ছয় কন্যার মধ্যে ৮ ভাগ বন্টন করিলে ভগ্নাংশের প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং মাসআলাটিতে তাছহীহ করিতে হইবে। সেমতে ওয়ারিসদের সংখ্যা ৬-এর ন্যূনতম অবিভাজ্য সংখ্যা হইল ৩। এই ৩ দ্বারা আউল-এর সংখ্যা ১৫কে গুণ করিলে ফল হইবে ৪৫। মোট সম্পত্তিকে ৪৫ ভাগ করিয়া সকল ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিলে ভগ্নাংশ ব্যাতিরেকেই বন্টন হইবে। তাছহীহ করার পর স্বামী, পিতা, মা প্রত্যেকের অংশই তিন গুণ বাড়িয়া যাইবে। সেমতে এখন স্বামী পাইবে ৩X৩ = ৯ ভাগ, পিতা পাইবে ২X৩ = ৬ ভাগ এবং মা পাইবে ২X৩ = ৬ ভাগ। ৪৫ ভাগ হইতে মোট ২১ ভাগ চলিয়া যাইবে। অবশিষ্ট থাকিবে ২৪ ভাগ। এখন এই ২৪ ভাগকে ছয় কন্যার প্রত্যেককে ৪ ভাগ করিয়া দিলে প্রত্যেকেই ভগ্নাংশ ব্যতিরেকে নিজ নিজ অংশ পাইবে। তাছহীহ-এর মাসআলাটি এইভাবে লিখিতে হইবে-

মৃতা করীমন-মূল ১২, আউল ১৫, তাছঃ ৪৫
ওয়ারিসান

স্বামী	পিতা	মা	ছয় কন্যা
৯	৬	৬	২৪(প্রত্যেকে ৪)

তাছহীহ করার মোট নিয়ম সাতটি। কিন্তু এখানে মাত্র একটি নিয়ম উল্লেখ করা হইল। মোটামুটি তাছহীহ কি, তাহা বুঝিবার পক্ষে আশা করি ইহাই যথেষ্ট হইবে। অবশিষ্ট ছয়টি নিয়ম কোন বিজ্ঞ আলেমের নিকট জানিয়া লওয়া উচিত।

তাখারুজ

তাখারুজ শব্দের আভিধানিক অর্থ পরস্পরের অংশ বাহির করা। অনেক সময় ওয়ারিসদের মধ্যে কেহ কেহ অন্যান্যের সম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লইয়া ওয়ারিসীর দাবী ত্যাগ করে। এইভাবে এক বা একাধিক ব্যক্তির ওয়ারিসদের তালিকা হইতে বাদ পড়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি অন্যান্য ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করাকে ফরায়েযের পরিভাষায় তাখারুজ বলা হয়।

বন্টনের পূর্বেই কোন ওয়ারিস নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লইয়া সরিয়া পড়িলে অবশিষ্ট সম্পত্তিতে অন্যান্য ওয়ারিসদের অংশ নির্ধারণের সময় তাহাকেও বর্তমান মনে করা হইবে। তাহাকে বর্তমান মনে করিলে অন্যান্য ওয়ারিসদের যে অংশ নির্ধারিত হইবে, সেই অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। উদাহরণতঃ স্ত্রী মারা গেল। তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি নগদ ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা এবং স্বামীর কাছে মোহরানার ৫০০ (পাঁচশত) টাকা রহিল এবং

তাহার ওয়ারিস রহিল স্বামী, মা ও চাচা। স্বামী অন্যান্য ওয়ারিসদের সম্মতিক্রমে মোহরানার ৫০০ (পাঁচ শত টাকার) উপর ওয়ারিসীর দাবী ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। এখন ত্যাজ্য সম্পত্তি রহিল ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা। ইহা মা ও চাচার মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। এক্ষণে স্বামীকে বর্তমান মনে করিলে মা'র নির্ধারিত অংশ হয় $^{২}/_{৩}$ এবং স্বামীকে বর্তমান মনে না করিলে মা'র নির্ধারিত অংশ হয় $^{১}/_{৩}$। চাচা উভয় অবস্থাতেই আছাবা হইবে। এমতাবস্থায় স্বামীকে বর্তমান মনে করিয়া মা'র অংশ $^{২}/_{৩}$ ধরা হইবে এবং ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকাকে তিন ভাগ করতঃ ২ ভাগ অর্থাৎ ৪০০০ (চারি হাজার) টাকা মা'কে দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট ১ ভাগ অর্থাৎ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা চাচা পাইবে। ফলে মা চাচার দ্বিগুণ পাইবে।

পক্ষান্তরে, স্বামীকে অবর্তমান মনে করিয়া মা'র অংশ ধরিলে বন্টনের ফলাফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে। তখন মা'র অংশ হইবে $^{১}/_{৩}$। সেমতে ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকাকে তিন ভাগ করিয়া ১ ভাগ অর্থাৎ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা মা পাইবে এবং অবশিষ্ট ৪,০০০ (চারি হাজার) টাকা চাচা পাইবে। ফলে চাচা মা'র দ্বিগুণ পাইবে। অথচ ইহা ইজমার সম্পূর্ণ খেলাফ।

সুতরাং এই পন্থা অবলম্বন করা হইবে না।

রদ্দ

রদ্দ শব্দের অর্থ ফিরাইয়া দেওয়া। যবিল-ফুরুযকে প্রাপ্য অংশ দেওয়ার পর যদি সম্পত্তি অবশিষ্ট থাকে এবং কোন আছাবা না থাকে তবে তাহা আবার যবিল-ফুরুযের মধ্যে তাহাদের নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী ফিরাইয়া দেওয়াকে ফরায়েযের পরিভাষায় রদ্দ বলা হয়। ইহা আউলের বিপরীত। কেননা আউলের মধ্যে অংশ মূল সংখ্যা হইতে বেশী হয়, আর রদ্দের মধ্যে মূল সংখ্যা অংশ হইতে বেশী হয়, রদ্দ সব যবিল-ফুরুযের মধ্যেই হইতে পারে, কেবল স্বামী-স্ত্রীর উপর হইতে পারে না।

কোন মৃতব্যক্তির যদি শুধু এক স্ত্রী বা এক স্বামী ওয়ারিস থাকে- অপর কোন যবিল- ফুরুয বা আছাবা কেহই না থাকে তবে স্বামী বা স্ত্রীর অংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি পুনরায় তাহাদের মধ্যে রদ্দ করা হইবে না, বরং যবিল-আরহাম থাকিলে তাহারা পাইবে। (যবিল- আরহামের বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসিতেছে) আর যদি যবিল- আরহামও কেহই না থাকে, তবে পূর্ববর্তী ফেকাহবিদগণের মতে অবশিষ্ট সম্পত্তি সরকারী বায়তুলমালে জমা হইবে। কিন্তু পরবর্তী ফেকাহবিদগণ বলিয়াছেন যে, বর্তমানে শরীয়তসম্মত বায়তুলমালের অস্তিত্ব না থাকায় অবশিষ্ট সম্পত্তি ফিরাইয়া স্বামী বা স্ত্রীকেই দিতে হইবে।

কোন মাসআলায় এক শ্রেণীর ওয়ারিস থাকিলে এবং যাহাদের উপর রদ্দ হয় না, (অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী) তাহারা কেহ না থাকিলে প্রথমেই যতজন ওয়ারিস

থাকিবে, মোট সম্পত্তিকে ততভাগে ভাগ করিতে হইবে। এইরূপ করিলে ন্যায্য অংশ অনুযায়ী বন্টন ও রদ্দ উভয় কাজ এক সাথে হইয়া যাইবে। উদাহরণতঃ কেহ দুই কন্যা রাখিয়া মারা গেল এবং স্বামী বা স্ত্রী কেহই নাই। এমতাবস্থায় প্রথমে মোট সম্পতিকে দুই ভাগ করিয়া প্রত্যেক কন্যাকে এক ভাগ দেওয়া হইবে। প্রকৃতপক্ষে এখানে দুই কন্যার নির্ধারিত অংশ ছিল $^{২}/_{৩}$। সেমতে মোট সম্পত্তিকে তিন ভাগ করিয়া দুই ভাগ দুই কন্যাকে দিতে হইত এবং অবশিষ্ট ১ ভাগ আবার আধা-আধা করিয়া তাহাদের উপর রদ্দ করা হইত। ফলে দুই কন্যার প্রত্যেকে মোট সম্পত্তির অর্ধেকই পাইত। সুতরাং দুইবার ফয়সালা না করিয়া প্রথমেই মোট সম্পত্তিকে দুই ভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক ভাগ করিয়া দেওয়া হইল।

যদি কোন মাসআলায় দুই শ্রেণীর দুইজন ওয়ারিস থাকে এবং যাহাদের উপর রদ্দ হয় না। (অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী) তাহারা কেহ না থাকে, তবে ওয়ারিসদের অংশ দেখিতে হইবে। যদি প্রত্যেক শ্রেণীর ওয়ারিসের অংশ $^{১}/_{৬}$ হয়, তবে প্রথমেই মোট সম্পত্তিকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া দুই শ্রেণীর দুই ওয়ারিসকে দেওয়া হইবে। যেমন, কোন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিস রহিল দাদী ও বৈপিত্রেয়া বোন। এখানে দাদীর অংশ $^{১}/_{৬}$ এবং বৈপিত্রেয়া বোনের অংশও $^{১}/_{৬}$। সুতরাং (মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক এক ভাগ দিয়া অবশিষ্ট ৪ ভাগ আবার তাহাদের উপর রদ্দ করার পরিবর্তে) প্রথমে মোট সম্পত্তিকে দুই ভাগ করিয়া প্রত্যেককে এক এক ভাগ দেওয়া হইবে।

পক্ষান্তরে, দুই শ্রেণীর ওয়ারিসদের মধ্যে এক শ্রেণীর অংশ $^{১}/_{৩}$ ও অপর শ্রেণীর $^{১}/_{৬}$ হইলে মোট সম্পত্তিকে ৩ ভাগ করিয়া প্রথমোক্ত শ্রেণীকে দুই ভাগ ও শেষোক্ত শ্রেণীকে এক ভাগ দিতে হইবে। এখানে মোট সম্পত্তিকে প্রথমে ৬ ভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি আবার তাহাদের উপব রদ্দ করার পরিবর্তে প্রথমেই তিন ভাগ করিয়া উপরোক্ত নিয়মে দিলেই চলিবে।

দুই শ্রেণীর ওয়ারিসদের মধ্যে এক শ্রেণীর অংশ $^{১}/_{২}$ ও অপর শ্রেণীর অংশ $^{১}/_{৬}$ হইলে মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগ করিলেই চলিবে। যেমন– দুই কন্যা ও মা ওয়ারিস। দুই কন্যার অংশ $^{১}/_{২}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। সুতরাং প্রথমেই মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগ করিয়া ৩ ভাগ কন্যাদিগকে এবং ১ ভাগ মা'কে দিলে বন্টন ও রদ্দ একযোগে সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

আর যদি ওয়ারিসদের সহিত যাহাদের উপর রদ্দ হয় না (অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রী) তাহারা থাকে, তবে স্বামী বা স্ত্রীর অংশের মূল সংখ্যা অনুযায়ী মোট সম্পত্তিকে ভাগ করিয়া তাহাদের অংশে দিতে হইবে। অতঃপর অবশিষ্ট অংশ অপরাপর ওয়ারিসদের সংখ্যার সমান হইলে প্রত্যেককে এক এক ভাগ দিতে হইবে। ওয়ারিসদের সংখ্যা বেশী হইলে এবং ভগ্নাংশের প্রয়োজন দেখা দিলে পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী তাছহীহ করিতে হইবে। উদাহরণতঃ স্ত্রী মারা গেল। তাহার

ওয়ারিস রহিল স্বামী ও তিন কন্যা। এখানে স্বামীর অংশ $^{১}/_{৪}$ এবং কন্যাদের অংশ $^{২}/_{৩}$। সেমতে মোট সম্পত্তি ১২ ভাগ করিয়া প্রত্যেকের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি আবার কন্যাদের উপর সমান অংশে রদ্দ করা হইত। কিন্তু মাসআলা সহজ করার নিমিত্ত প্রথমেই মোট সম্পত্তি স্বামীর অংশের মূল সংখ্যা অর্থাৎ ৪ ভাগে ভাগ করিবে। স্বামীকে ১ ভাগ দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকিবে ৩ ভাগ। কন্যাদের সংখ্যাও ৩। সুতরাং প্রত্যেককে এক এক ভাগ দিলেই চলিবে। এখানে কন্যাদের সংখ্যা ৪, ৫ হইলে পূর্বোক্ত নিয়ম অনুযায়ী তাছহীহ করিতে হইবে।

মুনাসাখা

মুনাসাখা শব্দের অর্থ স্থানান্তর করা। কোন ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার পূর্বেই যদি কোন ওয়ারিস মারা যায়, তবে মৃত ওয়ারিসদের প্রাপ্য অংশ মোট সম্পত্তি ধরিয়া তাহার ওয়ারিসদের প্রতি স্থানান্তর করাকে ফরায়েযের পরিভাষায় মুনাসাখা বলা হয়।

যদি প্রথম মৃতব্যক্তির ওয়ারিসগণই দ্বিতীয় মৃতব্যক্তির ওয়ারিস হয় এবং তাহাদের মধ্যে বন্টনের নিয়মও একইরূপ হয়, তবে দুইবার বন্টন করার পরিবর্তে একবারই বন্টন করিতে হইবে। কেননা, এইরূপ ক্ষেত্রে দুইবার বন্টন করার কোন স্বার্থকতা নাই। এমতাবস্থায় বন্টন করার সময় দ্বিতীয় মৃতব্যক্তিকে ওয়ারিসদের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

উদাহরণতঃ জনৈক ব্যক্তি কয়েকজন ছেলে ও কয়েকজন কন্যা রাখিয়া মারা গেল। এমতাবস্থায় পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে "পুরুষ নারীর দ্বিগণ"- এই নিয়মে সম্পত্তি বন্টন করা হইবে। কিন্তু সম্পত্তি বন্টন করার পূর্বেই পুত্রদের মধ্য হইতে একজন মারা গেল। তাহার ওয়ারিস বলিতে এইসব ভাই ও বোন ছাড়া আর কেহই নাই। এইসব ভাইবোনদের মধ্যেও তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করার একই নিয়ম। অর্থাৎ প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীর দ্বিগুণ পাইবে। এমতাবস্থায় মৃত পুত্রকে ওয়ারিসদের তালিকা হইতে বাদ দিয়া প্রথমেই মোট সম্পত্তি উপরোক্ত নিয়মে অবশিষ্ট ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিতে হইবে। কেননা, দুইবার বন্টন করিলেও এইরূপ ক্ষেত্রে ফল একইরূপ হইবে।

মুনাসাখার অন্যান্য মাসআলা সহজবোধ্য না হওয়ায় এখানে উল্লেখ করা হইল না। সেগুলি বিজ্ঞ আলেমের নিকট জানিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়।

যবিল আরহাম

রেহেম শব্দের বহুবচন আরহাম। রেহেম স্ত্রীলোকের গর্ভাশয়কে বলে। গর্ভাশয় হইতে উৎপন্ন সন্তানদিগকে যবিল আরহাম বলা হয়। ফরায়েযের পরিভাষায় যবিল-ফুরুয বা আছাবা নহে- এমন আত্মীয়দিগকে যবিল আরহাম বলা হয়।

আছাবা বেনাফসিহীর ন্যায় যবিল আরহামও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

(১) মৃতব্যক্তির সন্তানের সন্তান ও তাহাদের সন্তান। যেমন– পৌত্র, দৌহিত্র ও তাহাদের সন্তানাদি। (২) মৃতব্যক্তি যাহাদের সন্তানের সন্তান। যেমন– নানা, নানী, দাদী ও তাহাদের মা-বাপ ইত্যাদি। (৩) মৃতব্যক্তির ভাই ও বোনদের সন্তান (যাহারা আছাবা নহে)। যেমন– ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাগ্নেয়, ভাগ্নেয়ী, বৈপিত্রেয়া, ভাই-বোনদের ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। (৪) মৃতব্যক্তির দাদা-নানার সন্তান অথবা দাদী-নানীর সন্তান। যেমন– ফুফু, খালা, মামা, পিতার বৈপিত্রেয় ভাই ইত্যাদি। আছাবা শ্রেণীর কোন ওয়ারিস জীবিত থাকিলে যবিল আরহামের কেহই কিছু পাইবে না। তদ্রূপ যবিল-ফুরুযের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলেও যবিল আরহামের কেহ কিছুই পাইবে না। অবশ্য মৃতব্যক্তির যবিল-ফুরুযের মধ্যে শুধু স্বামী বা স্ত্রী থাকিলে এবং আছাবা না থাকিলে অবশিষ্ট অংশ যবিল আরহামকে দেওয়া হইবে।

যবিল আরহামের উপরোক্ত চারিটি শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কেহ জীবিত থাকিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কিছুই পাইবে না। প্রথম শ্রেণীর অবর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেহ জীবিত থাকিলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী কিছুই পাইবে না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অবর্তমানে তৃতীয় শ্রেণীর কেহ জীবিত থাকিলে চতুর্থ শ্রেণী কিছুই পাইবে না।

আছাবার মধ্যে যেমন একই শ্রেণীতে নিকটবর্তী থাকিলে দূরবর্তী কিছুই পায় না, যবিল আরহামের মধ্যেও সেই নিয়ম চলিবে। ইহা ছাড়া যবিল আরহামের একটি বিশেষ নিয়ম এই যে, একই শ্রেণীতে দুই পক্ষ থাকিলে দেখিতে হইবে যে, এই দুই পক্ষ যাহাদের দ্বারা মৃতব্যক্তির সহিত সম্পর্কিত হইয়াছে তাহারা জীবিত থাকিলে কে ওয়ারিস হইত। যে ওয়ারিস হইত তাহারই সন্তান এখন যবিল আরহাম শ্রেণীর ওয়ারিস হইবে। উদাহরণতঃ জাহেদ আলী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী (যবিল-ফুরুয), একজন পৌত্রীর মেয়ে ও একজন দৌহিত্রীর ছেলে (ইহারা যবিল আরহাম)। এখানে স্ত্রী মোট সম্পত্তির $^{১}/_{৪}$ ভাগ পাইবে এবং অবশিষ্ট ৩ ভাগ পৌত্রীর মেয়ে পাইবে। দৌহিত্রীর ছেলে কিছুই পাইবে না। কেননা, যদি পৌত্রী জীবিত থাকিত, তবে পৌত্রী ওয়ারিস হইত। সুতরাং তাহাদের সন্তানের বেলায় তাহাই হইয়াছে।

খুনছা (নপুংসক ব্যক্তি)

যাহার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয় প্রকারের লক্ষণ বিদ্যমান অথবা এতদুভয়ের মধ্যে হইতে এক প্রকারেরও লক্ষণ নাই, তাহাকে খুনছা বলা হয়। এরূপ ব্যক্তি পুরুষ হইলে যে অংশ পাইত এবং নারী হইলে যে অংশ পাইত, এতদুভয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম অংশটি পাইবে।

উদাহরণতঃ জনৈক ব্যক্তি এক ছেলে, এক মেয়ে ও একজন নপুংসক রাখিয়া মারা গেল। এখানে নপুংসক ব্যক্তি মেয়ের ন্যায় অংশ পাইবে।

কারণ, মেয়ের অংশটি কম। সুতরাং মোট সম্পত্তি চারি ভাগে ভাগ করিয়া দুই

ভাগ ছেলেকে, এক ভাগ মেয়েকে এবং এক ভাগ নপুংসককে দেওয়া হইবে।

হামল বা গর্ভস্থিত সন্তান

গর্ভস্থিত সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করাই সর্বাধিক বাঞ্ছনীয়। কারণ, অনেক সময় সন্তান মৃত জন্মগ্রহণ করে অথবা একই গর্ভ হইতে দুই বা ততোধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এমতাবস্থায় ত্যাজ্য সম্পত্তি পূর্বে বন্টন করিয়া থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ বাতিল করিয়া নূতনভাবে বন্টন করিতে হয়। সুতরাং গর্ভস্থিত সন্তানের জন্মগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করাই উত্তম।

কিন্তু কেহ যদি অপেক্ষা না করে এবং সন্তান জন্মগ্রহণের পূর্বেই ত্যাজ্য সম্পত্তি অপরাপর ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করিতে চায়, তবে এই গর্ভস্থিত সন্তানকে ছেলে মনে করিয়া তাহার জন্য ছেলের ন্যায় অংশ সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। গর্ভস্থিত সন্তানকে ছেলে মনে করায় নিয়মমত যাহারা বঞ্চিত হয়, তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইবে এবং যাহাদের অংশ হ্রাস পায়, তাহাদের অংশ হ্রাস করা হইবে।

পরে যদি এই সন্তান ছেলেই জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার জন্য রক্ষিত অংশ তাহাকে দেওয়া হইবে এবং পূর্ববন্টন যথারীতি বহাল থাকিবে। পক্ষান্তরে যদি সন্তান মেয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে মেয়ে যতটুকু অংশের অধিকারী হইবে, তাহা তাহাকে দেওয়া হইবে। তাহাকে ছেলে মনে করার দরুন যাহারা বঞ্চিত হইয়াছিল অথবা যাহাদের অংশ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককে নির্ধারিত অংশ দেওয়া হইবে।

উদাহরণতঃ (১) করীমুদ্দীন মারা গেল ! তাহার ওয়ারিস রহিল গর্ভবতী স্ত্রী, দুই সহোদরা বোন ও মা। আমরা গর্ভের সন্তানের জন্মগ্রহণের পূর্বেই ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করিতে চাহিলাম।

সেমতে, গর্ভের সন্তানকে ছেলে মনে করিয়া এইভাবে বন্টন করিলাম। স্ত্রী $^{১}/_{৮}$, মা $^{১}/_{৬}$, গর্ভের সন্তান আছাবা বিধায় দুই সহোদরা বোন বঞ্চিত। কেননা, মৃতব্যক্তির পুত্র থাকিলে সকল প্রকার বোন বঞ্চিতা হয়। এখানে যবিল-ফুরুযের দুইটি অংশের মূল সংখ্যা ২৪। সুতরাং মোট সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করিয়া স্ত্রীকে $^{১}/_{৮}$ অর্থাৎ ৩, মা'কে $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ৪ দেওয়া হইবে এবং অবশিষ্ট ১৭ ভাগ গর্ভের পুত্রকে দেওয়া হইবে।

মৃত করীমুদ্দীন - মূল ২৪

ওয়ারিসান

স্ত্রী	মা	গর্ভের সন্তান	দুই সহোদরা বোন
৩	৪	১৭	X(বঞ্চিতা)

পরবর্তী সময়ে গর্ভস্থিত সন্তান ছেলে জন্মগ্রহণ করিলে সে ১৭ ভাগের

অধিকারী হইয়া যাইবে এবং উপরোক্ত বন্টন কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ব্যতিরেকেই বহাল থাকিবে? কিন্তু করীমুদ্দীনের বোনদের সৌভাগ্যক্রমে গর্ভের সন্তান মেয়ে জন্মগ্রহণ করিল। এই মাসআলায় মেয়ে $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ অর্ধেক সম্পত্তির অধিকারী হয়। এই জন্য আমরা ১ ভাগের পরিবর্তে তাহাকে ২৪-এর অর্ধেক ১২ ভাগ দিলাম এবং ৫ ভাগ মৃতব্যক্তির বোনদিগকে দিলাম। ফলে পূর্বের বন্টন পরিবর্তন হইয়া গেল।

মৃত করীমুদ্দীন-মূল ২৪
ওয়ারিসান

স্ত্রী	মা	কন্যা	২সহোদরা বোন
৩	৪	১২	৫

গর্ভস্থিত সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার জন্য সংরক্ষিত অংশ অপরাপর ওয়ারিসদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। কারণ গর্ভস্থিত সন্তান একমাত্র জীবিত ভূমিষ্ঠ হইলেই অংশীদার হয়- অন্যথায় নহে। উদাহরণতঃ জনৈক ব্যক্তি মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল গর্ভবতী স্ত্রী, মা ও ভাই। এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৮}$ এবং মা'র $^{১}/_{৬}$ অংশ। গর্ভের সন্তানকে ছেলে ধরিলে মৃতব্যক্তির ভাই বঞ্চিত হইবে। সুতরাং ২৪কে মূল সংখ্যা ধরিয়া স্ত্রীকে $^{১}/_{৮}$ অর্থাৎ ৩, মা'কে $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ৪ দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট ১৭ ভাগ গর্ভের সন্তান (পুত্র) পাইবে।

মৃত জমীরুদ্দীন-মূল ২৪
ওয়ারিসান

স্ত্রী	মা	ভাই
৬	৮	১০

কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি সন্তান মৃত ভূমিষ্ঠ হয়, তবে তাহাকে সম্পূর্ণ অবর্তমান মনে করা হইবে। সেমতে, স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৮}$ -এর পরিবর্তে $^{১}/_{৪}$,মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$-এর পরিবর্তে $^{১}/_{৩}$ এবং ভাই আছাবা হইয়া অংশীদার হইবে। এক্ষণে স্ত্রী পাইবে $^{১}/_{৪}$ অর্থাৎ ৬, মা পাইবে $^{১}/_{৩}$ অর্থাৎ ৮ এবং অবশিষ্ট ১০ ভাগ ভাই পাইবে।

মৃত জমীরুদ্দীন-মূল ২৪
ওয়ারিসান

স্ত্রী	মা	গর্ভের সন্তান	ভাই
৬	৪	১৭	X(বঞ্চিত)

জানা আবশ্যক যে, ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ)-এর মতে, গর্ভধারণের

সর্বাধিক মুদ্দত ২ বছর এবং সর্বানিম্ন মুদ্দত ৬ মাস। সেমতে, মৃতব্যক্তির মৃত্যুর পরবর্তী ২ বছর সময়ের মধ্যে গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে ওয়ারিস হইবে। ২ বছর অতীত হওয়ার পর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে মনে করা হইবে যে, এই সন্তান মৃতব্যক্তির নহে, বরং তাহার মৃত্যুর পর ইহার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। সুতরাং এমন সন্তানের জন্য রক্ষিত অংশের সে হকদার হইবে না। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর স্ত্রীকে গর্ভবতী রাখিয়া মারা গেলে এবং বিবাহের পর ছয় মাস অতীত হওয়ার পূর্বেই সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে এই সন্তানও সংরক্ষিত অংশের হকদার হইবে না। এরূপ অবস্থায় মনে করা হইবে যে, এই সন্তান মৃত স্বামীর নহে, বরং বিবাহের পূর্বেই স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল।

মফকুদ বা নিরুদ্দেশ ব্যক্তি

শত চেষ্টা করিয়াও যাহার ঠিকানা, জীবিত কি মৃত ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না, ফরায়েযের পরিভাষায় তাহাকে 'মফকুদ' বলা হয়।

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কেহ ওয়ারিস হইবে না এবং সে নিজেও কোন মৃত আত্মীয়ের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়ারিস হইবে না। তবে যদি নিরুদ্দেশ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সঠিক সংবাদ পওয়া যায়, কিংবা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা হয়, তবে তাহার সম্পত্তি জীবিত ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে।

ঠিক কতদিন অপেক্ষা করার পর নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে, সে সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ মানুষের বয়সের গড় ৯০ বছর ধরিয়া বলিয়াছেন যে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির জন্মের ঠিক ৯০ বৎসর পর তাহার মৃতু হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। ঐ সময় যে সব ওয়ারিস জীবিত থাকিবে শুধু তাহারা ওয়ারিস বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং ৩০ বৎসর বয়সে নিরুদ্দেশ হইয়া থাকিলে আরও ৬০ বৎসর অপেক্ষা করিয়া তাহর সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। এই ৬০ বৎসরের মধ্যে যাহারা মারা যাইবে, তাহারা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পত্তিতে ওয়ারিস হইবে না।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করার পর পর যদি নিরুদ্দেশ ব্যক্তি জীবিতাবস্থায় ফিরিয়া আসে, তবে বন্টনকৃত সম্পত্তি ওয়ারিসদের নিকট হইতে ফেরত লইয়া তাহাকে দেওয়া হইবে।

মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী ব্যক্তি

যে মুসলমান ব্যক্তি ইসলাম ত্যাগ করতঃ কাফের হইয়া যায় এবং তাহার কাফের হওয়া অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা জানা যায়, তাহাকে 'মুরতাদ' বলা হয়।

মুরতাদ ব্যক্তি মুরতাদ থাকা অবস্থায় মারা গেলে কিংবা নিহত হইলে বা দারুল হরবে চলিয়া গেলে তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। মুসলমান থাকা অবস্থায় সে যে সমস্ত সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিল, তাহা

মুসলমান ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে। পক্ষান্তরে মুরতাদ হওয়ার পরবর্তী সময়ের উপার্জিত সম্পত্তি মুসলমান ওয়ারিসদিগকে দেওয়া হইবে না, বরং তাহা সরকারী বায়তুল মালে জমা করা হইবে।

কোন স্ত্রীলোক মুরতাদ হইলে তাহার উভয় অবস্থার উপার্জিত সম্পত্তি মুসলমান ওয়ারিসগণ পাইবে। মুরতাদ ব্যক্তি কোন মুসলমান অথবা অপর মুরতাদ ব্যক্তির ওয়ারিস বলিয়া গণ্য হইবে না। তবে যদি গোটা বস্তিই মুরতাদ হইয়া যায়, তবে তাহারা পরস্পরে একে অন্যের ওয়ারিস হইতে পারিবে।

আসীর বা বন্দী ব্যক্তি

কাফেরদের হাতে বন্দী মুসলমানকে 'আসীর' বলা হয়। কাফেরদের হাতে বন্দী হইলেই কোন মুসলমানের উত্তরাধিকারী আইন পরিবর্তিত হইবে না। কেননা, মুসলমান যে কোন স্থানেই থাকুক, সে মুসলমান বলিয়াই গণ্য হইবে। সেমতে, বন্দী মুসলমানের সম্পত্তির ব্যাপারে পৃথক কোন আইন নাই। বরং তাহা অন্যান্য মুসলমানদের ন্যায়।

তবে যদি কাফেরদের হাতে বন্দী হওয়ার পর সে ধর্মও ত্যাগ করে এবং কাফের হইয়া যায়, তবে তাহাকে মুরতাদ মনে করা হইবে। এমতাবস্থায় তাহার মুসলমান অবস্থায় উপার্জিত সম্পত্তি মুসলমান ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে এবং কাফের অবস্থায় উপার্জিত সম্পত্তি বায়তুল মালে জমা দেওয়া হইবে। কাফেরদের হাতে বন্দী হওয়ার পর ধর্মত্যাগের সংবাদ পাওয়া না গেলে এবং জীবিত আছে কিংবা মারা গিয়াছে ইত্যাদি জানা না গেলে তাহাকে মফকুদ মনে করা হইবে। সুতরাং জন্মের পর হইতে ৯০ বছর অতিবাহিত হইলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করা হইবে।

বিবিধ প্রশ্ন ও উত্তর

(১) প্রশ্ন ঃ শামসুদ্দীন মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, এক কন্যা এবং পিতা। কে কত অংশ পাইবে ?

উত্তর ঃ মৃত শামসুদ্দীন, মূল সংখ্যা-৮

ওয়ারিসান

স্ত্রী	কন্যা	পিতা
১	৪	৩

এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৮}$, এক কন্যার অংশ $^{১}/_{২}$ এবং পিতা আছাবা। $^{১}/_{৮}$ ও $^{১}/_{২}$-এর মূল সংখ্যা (অর্থাৎ ল, সা, গু) ৮। **অত**এব, মোট সম্পত্তিকে ৮ ভাগে ভাগ করিয়া উহার অর্থাৎ ১ ভাগ স্ত্রীকে, $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৪ ভাগ কন্যাকে এবং ৩ ভাগ পিতাকে দেয়া হইবে।

(২) প্রশ্ন ঃ আবদুল করীম মরিয়া গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল স্ত্রী, এক ছেলে ও দাদা। ত্যাজ্য সম্পত্তি কে কত অংশ পাইবে ?

উত্তর ঃ মৃত আবদুল করীম, মূল-২৪
ওয়ারিসান

স্ত্রী	দাদা	পুত্র
৩	৪	১৭

এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৮}$, দাদার অংশ $^{১}/_{৬}$ এবং পুত্র আছাবা। $^{১}/_{৮}$ ও $^{১}/_{৬}$ এর মূল সংখ্যা ২৪। অতএব মোট সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করিয়া উহার $^{১}/_{৮}$ অর্থাৎ ৩ ভাগ স্ত্রীকে, $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ৪ দাদাকে এবং অবশিষ্ট ১৭ ভাগ পুত্রকে দেওয়া হইবে।

(৩) প্রশ্ন ঃ স্বামী, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া মরিয়ম বিবি ইন্তেকাল করিল। এখন তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির কে কত অংশ পাইবে ?

উত্তর ঃ মৃত মরিয়ম বিবি, মূল -৪
ওয়ারিসান

স্বামী	পুত্র	কন্যা
১	২	১

এখানে মরিয়ম বিবির সম্পত্তিতে স্বামীর অংশ $^{১}/_{৪}$ এবং পুত্র ও কন্যা আছাবা। $^{১}/_{৪}$-এর মূল সংখ্যা ৪। অতএব মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগে ভাগ করিয়া ১ ভাগ স্বামীকে দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট ২ ভাগ পুত্র-কন্যার মধ্যে "প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীর দ্বিগুণ" এই নিয়মে বন্টন করা হইবে। সুতরাং ৩ ভাগের মধ্যে পুত্রকে ২ ও কন্যাকে ১ ভাগ দেওয়া হইবে।

(৪) প্রশ্নঃ হামেদ আলী মারা গিয়াছে। তাহার এক স্ত্রী, ৮জন কন্যা ও ৫জন সহোদরা বোন আছে। তাহারা কে কত পাইবে?

উত্তর ঃ মৃত হামেদ আলী মূল-২৪
ওয়ারিসান

স্ত্রী	৮ কন্যা	৫ সহোদরা বোন
৩	১৬ (প্রত্যেকে ২)	৫ (প্রত্যেকে ১)

এখানে স্ত্রীর অংশ $^{১}/_{৮}$, কন্যাদের অংশ $^{২}/_{৩}$ এবং বোনগণ আছাবা মা'আল গায়ের। $^{১}/_{৮}$ ও $^{২}/_{৩}$-এর মূল সংখ্যা ২৪। সুতরাং মোট সম্পত্তিকে ২৪ ভাগে ভাগ করিয়া উহার $^{১}/_{৮}$ অর্থাৎ ৩ ভাগ স্ত্রীকে, $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ১৬ ভাগ ৮ কন্যাকে (প্রত্যেকে ২ ভাগ করি পাইবে। সুতরাং তাছহীহ করার প্রয়োজন নাই।) এবং অবশিষ্ট ৫ভাগ ৫ বোনকে দেওয়া হইবে। প্রত্যেক বোন ১ ভাগ করিয়া পাইবে। সুতরাং তাছহীহ করার প্রয়োজন নাই।

(৫) প্রশ্নঃ রহিমা খাতুন মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী, মা, একজন সহোদরা

বোন, একজন বৈমাত্রেয় বোন এবং একজন বৈপিত্রেয়া বোন আছে। তাহারা কে কত পাইবে।

উত্তরঃ মৃত রহিমা খাতুন, মূল- ৬ আউল ৯

ওয়ারিসান

স্বামী	মা	সহোদরা বোন	বৈমাঃ বোন	বৈপিঃ বোন
৩	১	৩	১	১

এখানে স্বামীর অংশ $^{১}/_{২}$, মা'র $^{১}/_{৬}$, সহোদরা বোনের অংশ $^{১}/_{২}$,বৈমাত্রেয়া বোনের অংশ $^{১}/_{৬}$ এবং বৈপিত্রেয়া বোনের অংশ $^{১}/_{৬}$। এই সবগুলি অংশের মূল সংখ্যা হইল ৬। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ স্বামীকে, $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ মা'কে এবং $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ সহোদরা বোনকে দিতে গেলে তাহাদেরই সংকুলান হয় না এবং বৈমাত্রেয়া বোন ও বৈপিত্রেয়া বোনের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, এখানে মূল সংখ্যা ৬ এবং অংশ হইতেছে ৯। কাজেই আউল করতঃ ৯ কেই মূল সংখ্যা ধরিতে হইবে এবং মোট সম্পত্তিকে ৯ ভাগ করিয়া স্বামীকে ৩ ভাগ, মা'র ১ ভাগ, সহোদরা বোনকে ১ ভাগ এবং বৈপিত্রেয়া বোনকে ১ ভাগ দেওয়া হইবে।

(৬) প্রশ্নঃ করীমুদ্দীন মারা গিয়াছে। তাহার ওয়ারিস রহিয়াছে মা, বাপ এবং ১০জন কন্যা। কে কত পাইবে?

উত্তরঃ মৃত করীমুদ্দীন, মূল-৬, তাছহীহ ৩০

ওয়ারিসান

মা	বাপ	১০ কন্যা
৫	৫	২০ (প্রত্যেকে ২)

এখানে মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$, বাপের অংশ $^{১}/_{৬}$ এবং কন্যাদের অংশ $^{২}/_{৩}$। এই তিনটি সংখ্যার মূল সংখ্যা ৬। সুতরাং মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া উহার $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ মা'কে, $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ বাপকে এবং $^{২}/_{৩}$ অর্থাৎ ৪ কন্যাদিগকে দেওয়া যায়। কিন্তু এক শ্রেণীর ওয়ারিস অর্থাৎ কন্যাদের সংখ্যা ১০ এবং তাদের প্রাপ্য অংশ ৪। ৪কে ১০-এর মধ্যে বন্টন করিতে গেলে ভগ্নাংশ ছাড়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং মাসআলাটিতে তাছহীহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এখন কন্যা ওয়ারিসদের সংখ্যা ১০-এর ন্যূনতম অবিভাজ্য সংখ্যা হইল ৫। কাজেই ৫ দ্বারা মূল সংখ্যা ৬কে গুণ করিলে ফল হইবে ৩০। এখন মোট সম্পত্তি ৬-এর পরিবর্তে ৩০ ভাগে ভাগ করিতে হইবে। মা, বাপ প্রত্যেকের অংশ পূর্বের চেয়ে ৫গুণ বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং মা'র অংশ হইবে ১×৫ = ৫ ভাগ এবং বাপের অংশ হইবে ১×৫ = ৫ ভাগ। মোট ১০ ভাগ চলিয়া গেলে অবশিষ্ট থাকিবে ২০ ভাগ।

অতএব ২০ ভাগ ১০ কন্যার মধ্যে প্রত্যেককে ২ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৭) প্রশ্নঃ সাহেরা বিবি ইন্তেকাল করিল। তাহার ওয়ারিস রহিয়াছে স্বামী, একজন সহোদরা বোন ও ৫ জন বৈমাত্রেয়া বোন। এখন কে কত অংশ পাইবে।

উত্তরঃ সাহেরা বিবি, মূল ৬, আউল ৭, তাছহীহ ৩৫

ওয়ারিসান

স্বামী	সহোদরা বোন	৫ বৈমাত্রেয়া বোন
১৫	১৫	৫ (প্রত্যেকে ১)

এখানে স্বামীর অংশ $^{১}/_{২}$, সহোদরা বোনের অংশ $^{১}/_{২}$ এবং বৈমাত্রেয়া বোনদের অংশ $^{১}/_{৬}$। এই তিনটি সংখ্যার মূল সংখ্যা ৬। কিন্তু মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ স্বামীকে এবং $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ সহোদরা বোনকে দিলে বৈমাত্রেয়া বোনদের $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকে না। কারণ, মোট সম্পত্তি ৬ এবং অংশ হইতেছে ৭। সুতরাং আউল করতঃ ৭ কেই মূল সংখ্যা ধরিয়া স্বামীকে ৩ ভাগ, সহোদরা বোনকে ৩ ভাগ এবং বৈমাত্রেয়া বোনদিগকে ১ ভাগ দেওয়া যাইত; কিন্তু এক শ্রেণীর ওয়ারিস বৈমাত্রেয়া বোনদের সংখ্যা ৫ হওয়ায় এবং অংশ মাত্র ১ হওয়ায় তাছহীহ করার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। এখানে ওয়ারিসদের সংখ্যা ৫ স্বয়ং অবিভাজ্য। সুতরাং ৫ দ্বারা আউলের সংখ্যা ৭কে গুণ করিলে ফল হইবে ৩৫। অতএব মোট সম্পত্তিকে ৩৫ ভাগ করিয়া প্রত্যেক ওয়ারিসকে অংশ দেওয়া হইবে। এখন স্বামীর অংশ হইবে ৩ × ৫ = ১৫ ভাগ এবং সহোদরা বোনের অংশ হইবে ৩ × ৫ = ১৫ ভাগ। মোট ৩০ ভাগ চলিয়া গেলে অবশিষ্ট থাকিবে ৫ ভাগ। সুতরাং ৫ জন বৈমাত্রেয়া বোনদের মধ্যে প্রত্যেককে ১ ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

(৮) প্রশ্ন ঃ শাকের আলী মারা গেল। তাহার ওয়ারিস রহিল দুই কন্যা ও মা। এখন কে কত অংশ পাইবে?

উত্তরঃ মৃত শাকের আলী, মূল ৬, রদ্দ ৪

ওয়ারিসান

দুই	মা
৩	১

এখানে দুই কন্যার অংশ $^{১}/_{২}$ এবং মা'র অংশ $^{১}/_{৬}$। এই দুইটি সংখ্যার মূল সংখ্যা ৬। সেমতে মোট সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করিয়া $^{১}/_{২}$ অর্থাৎ ৩ দুই কন্যাকে এবং $^{১}/_{৬}$ অর্থাৎ ১ মা'কে দিলে আরও ২ ভাগ অবশিষ্ট থাকে। ইহা আবার $^{১}/_{২}$ ও $^{১}/_{৬}$ হারে তাহাদের উপরেই রদ্দ করা হইবে। সুতরাং মাসআলাটি প্রথমেই ৬-এর পরিবর্তে ৪-এর দিকে রদ্দ হইবে এবং মোট সম্পত্তিকে ৪ ভাগ করিয়া ৩ ভাগ দুই কন্যাকে এবং ১ মা'কে দিলেই চলিবে।

পরিশিষ্ট

ফরায়েযের সূচনা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে দুনিয়াতে কুফর, শিরক ও নানা কুসংস্কারের রাজত্ব ছিল। মানব জীবনের কোন ক্ষেত্রই অন্যায়, অবিচার ও উৎপীড়নের কলুষ হইতে মুক্ত ছিল না। দুর্বলের করুণ আর্তনাদ সবলের অন্তরে বিন্দুমাত্রও করুণার উদ্রেক করিতে পারিত না। দুর্বল সর্বত্রই আপন অধিকার হইতে বঞ্চিত হইত। মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টনের বেলায়ও সে যুগে কোনরূপ ন্যায়-নীতির পরওয়া করা হইত না। যাহারা যুবক, শক্তিশালী ও যুদ্ধে গমনের যোগ্য হইত, শুধু তাহারাই ত্যাজ্য সম্পত্তি পরস্পরে ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইত। ফলে ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অবলা নারী, অল্প বয়স্ক বালক ও দুর্বল ব্যক্তিদের কোন অংশ থাকিত না। তাহাদের চোখের সম্মুখে যুবক, সবল ও বিত্তশালী চাচা ও তাহার ভাইয়েরা সমস্ত সম্পত্তি কুক্ষিগত করিয়া লইত। দুর্বলদের চিৎকার ও ফরিয়াদের প্রতি কেহই কর্ণপাত করিত না।

অবশেষে উৎপীড়িতদের ক্রন্দন রোল আকাশ-বাতাস ধ্বনিত করিয়া মহান আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌঁছিল। আল্লাহ অসহায়দের সহায় হইলেন এবং রাহমাতুল্লিল 'আলামিন' (সাঃ)-কে দুনিয়াতে পাঠাইলেন। ইসলাম রবির স্নিগ্ধ কিরণ জগতের প্রতি কোণে কোণে ছড়াইতে লাগিল। এতীমের সম্পত্তি, অবলা নারীর অধিকার ইত্যাদি একের পর এক প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। অবশেষে উত্তরাধিকার স্বত্বের সংস্কার সাধনের প্রতিও ইসলামের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। মূর্খতার যুগে উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়ার সূত্র ছিল তিনটি ঃ (১) বংশগত সম্পর্ক। অর্থাৎ, মৃতব্যক্তির সন্তান কিংবা বাপ-দাদা হইলে উত্তরাধিকার স্বত্বের অধিকারী হইত।

(২) পারস্পরিক চুক্তি। অর্থাৎ দুই ব্যক্তি পরস্পরে অঙ্গীকার করিত যে, তাহারা সুখে-দুখে ও জীবনে-মরণে একে অন্যের সহিত শরীক থাকিবে। তাহাদের মধ্যে যে জীবিত থাকিবে সে মৃতের সম্পত্তি লাভ করিবে।

(৩) পোষ্যপুত্র গ্রহণ। কেহ অন্যের সন্তানকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলে তাহারা একে অন্যের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে ওয়ারিস হইত।

ইসলাম প্রাথমিক যুগে এই তিনটি সূত্রকে বহাল রাখিয়া উহাদের সহিত একটি নূতন সূত্র- ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকেও যোগ করিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে মুহাজির ও আনসারকে পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিতেন, তাহারাও পরস্পরে ওয়ারিস হইয়া যাইত। কিছু দিন পর আরও একটি বিষয়কে জরুরী সাব্যস্ত করা

হইল। তাহা হইল ওছিয়ত; অর্থাৎ মৃত্যুর সময় পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য আপন সম্পত্তির অংশ নির্দিষ্ট করিয়া যাওয়া। এ সম্পর্কে কুরআন পাকের ঘোষণা নিম্নরূপঃ

كُتِبَ عَلَيكُم اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ المَوتُ اِن تَرَكَ خَيرَانِ الوَصِيَّةُ لِلوَا لِدَيَنِ وَالاقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ ـ

-তোমাদের মধ্যে কাহারও মৃত্যু উপস্থিত হইলে সে যদি ধন- সম্পদ ছাড়িয়া যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য ওছিয়ত করা তাহাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

কোন বৈপ্লবিক নির্দেশ হঠাৎ চাপাইয়া দিলে অনুসারীদের পক্ষে তাহা গ্রহণ করা কঠিন হইয়া থাকে। এই জন্য ইসলাম উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্পর্কে তাহার বৈপ্লবিক নির্দেশগুলি ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের শ্রুতিগোচর করিতে থাকে- যাহাতে তাহাদিগকে উহা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করা যায়।

আরবদের সমাজ জীবনে নারী ছিল সবচাইতে বেশী নিগৃহীত। সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রের চেয়ে বেশী তাহাকে মর্যাদা দেওয়া হইত না। ফলে উত্তরাধিকার স্বত্বেও নারীর কোন অংশ স্বীকার করা হইত না। এই কারণে নারীর অংশের স্বীকৃতি দেওয়াই ছিল তখন সবচাইতে বেশী জরুরী বিষয়। সেমতে একটি ঘটনার পর এই জরুরী বিষয়টিই সর্বাগ্রে নাযিল হইল। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

ছাহাবী হযরত আউস ইবনে ছাবেত আনসারী (রাঃ) এক স্ত্রী ও তিন কন্যা রাখিয়া ইন্তেকাল করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি দুই ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তির ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা মূর্খতা যুগের রীতি অনুযায়ী সমস্ত সম্পত্তি আউস (রাঃ)-এর চাচাত ভাই খালেদ আরাফাতকে দিয়া দিল। আউস (রাঃ)-এর স্ত্রী ও কন্যারা অনেক কাকুতি-মিনতি ও ফরিয়াদ করিয়াও কোন কিছু পাইলেন না। অবশেষে তাহারা কান্নাকাটি করিতে করিতে হুজুর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া আরয করিলেন যে, স্বামীর ব্যবস্থাপকরা তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে তাহাকে ও তাহার কন্যাদিগকে একটি দানাও দেয় নাই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহা শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অপেক্ষা করিলেন। তিনি আউস (রাঃ)-এর বিধবা স্ত্রীকে খোদা তা'য়ালার নির্দেশ আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরিতে বলিয়া বিদায় দান করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরই আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে সর্বপ্রথম এই নির্দেশ নাযিল হইলঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالاقْرَبُونَ -

-"পুরুষদের জন্য তাহাদের পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ রহিয়াছে এবং নারীদের জন্যও তাহাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ রহিয়াছে।"

এই নির্দেশের পর সকলেই জানিতে পারিল যে, ত্যাজ্য সম্পত্তিতে পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকার নয়; বরং নারীদেরও উহাতে অংশ রহিয়াছে।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর হুজুর (সাঃ) আউসের ব্যবস্থাপকদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ত্যাজ্য সম্পত্তিতে নারীদিগকেও অধিকার দিয়াছেন। তবে তাহাদের অংশ কি পরিমাণ হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। সুতরাং পুনঃনির্দেশ নাযিল হওয়া পর্যন্ত তোমরা আউসের সহায়-সম্পত্তি সংরক্ষিত রাখ।

আউস (রাঃ)-এর বিধবা স্ত্রী ও কন্যাদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইল না, আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে উত্তরাধিকার স্বত্ব সম্বন্ধে সর্বশেষ অকাট্য নির্দেশ অবতীর্ণ হইলঃ

يُوصِيكُمُ اللهُ فِى اَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَاِنْ كَانَت وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصفُ وَلابَوَيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِن كَانَ لَه وَلَدٌ - فَاِن لَّم يَكُن لَّه وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ ابَوَاهُ فَلاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ كَانَ لَه اِخوَةٌ فَلاُمِهِ السُّدُسُ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِى بِهَا اَو دَينٍ - ابَاءُكُم وَابنَاءُكُم لا تَدرُونَ اَيُّهُم اَقرَبُ لَكُم نَفعًا - فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ اِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - وَلَكُم نِصفُ مَاتَرَكَ اَزوَاجُكُم اِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِينَ بِهَا اَو دَينٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُم اِن لَّم يَكُن لَّكُم وَلَدٌ فَاِن كَانَ لَكُم وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَا تَرَكتُم مِن بَعدِ

وَصِيَّةً تُوصُونَ بِهَا اَودَينٍ ـ وَان كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَه اَومرَاَةٌ وَلَه ـ اَخٌ اَو اُختٌ فَلِكُلّ وَاحِدٍ مّنهُمَا السُّدُسُ فَان كَانُوا اَكثَرَ ـ مِن ذَالِكَ فَهُم شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِن بَعدِ وَصَيَّةٍ يُوصى ـ بِهَا اَودَينٍ غَيرَمُضارٍ وَّصِيَّةً مِن ا للّه ـ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ـ تِلكَ حُدُودُ اللهِ وَمن يُّطِعِ الله وَرَسُولَه يُدخِله جَنَّتٍ تَجرِى مَن تَحتِهَا لانهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ـ وَذلِكَ الفَوزُ العَظِيمُ ـ وَمِن يَّعصِ اللهَ وَرَسُولَه وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدخِله نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَه عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সন্তান-সন্ততি সম্বন্ধে নির্দেশ দান করিতেছেন। পুত্র-কন্যা উভয়ে বর্তমান থাকিলে পুত্র কন্যার দ্বিগুণ পাইবে। পুত্র না থাকিয়া শুধু কন্যা থাকিলে- দুই বা ততোধিক কন্যা হইলে তাহারা ত্যাজ্য সম্পত্তির $^{২}/_{৩}$ পাইবে এবং এক কন্যা হইলে $^{১}/_{২}$ পাইবে। মৃতব্যক্তির সন্তান (পুত্র বা কন্যা) থাকিলে তাহার পিতা ও মাতা প্রত্যেকে $^{১}/_{৬}$ অংশ পাইবে। আর যদি সন্তান না থাকে এবং তাহার পিতা ও মা উভয়েই বর্তমান থাকে, তবে মাতা $^{১}/_{৩}$ অংশ পাইবে। মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ ও ওছিয়ত পূর্ণ করার পর ওয়ারিসরা অংশ পাইবে। পিতা ও পুত্র উভয়ের মধ্যে কে তোমাদের জন্য বেশী উপকারী, তাহা তোমরা অবগত নও। আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তাঁহার নির্দেশ অটল! তিনি এই অংশসমূহ নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রীর মৃত্যুকালে তাহার গর্ভজাত সন্তান না থাকিলে স্বামী তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তির $^{১}/_{২}$ পাইবে। আর যদি সন্তান থাকে, তবে স্বামী $^{১}/_{৪}$ অংশ পাইবে- ঋণ ও ওছিয়ত পূর্ণ করার পর।

স্বামীর মৃত্যুকালে তাহার সন্তান না থাকিলে স্ত্রী তাহার সম্পত্তির $^{১}/_{৪}$ পাইবে। যদি সন্তান থাকে তবে স্ত্রী $^{১}/_{৮}$ পাইবে- ঋণ ও ওছিয়ত পূর্ণ করার পর।

মৃতব্যক্তির পিতা বা পুত্র না থাকিলে তাহার ভাই বা ভগিনী অংশ পাইবে। বৈপিত্রেয় ভাই ও ভগিনী উভয়ে সমান অংশ পাইবে। একজন হইলে $^{১}/_{৬}$ এবং একাধিক হইলে $^{১}/_{৩}$ পাইবে। সকলে তাহা সমান অংশে ভাগ করিয়া লইবে। ইহা আল্লাহর দেওয়া বিধান। আল্লাহ সর্ববিষয়ে জ্ঞাত এবং ধৈর্যশীল। এগুলি আল্লাহর নির্দেশ। যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের আনুগত্য করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন। উহার তলদেশ দিয়া ঝরণা প্রবাহিত হইবে। তাহারা

চিরকাল উহাতে বসবাস করিবে। পক্ষান্তরে যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করিবে এবং (ফরায়েয সম্পর্কিত) আল্লাহর সীমালংঘন করিবে, আল্লাহ তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রবেশ করাইবেন। তাহারা উহাতে চিরকাল বসবাস করিবে এবং তাহাদিগকে জঘন্য শাস্তি দেওয়া হইবে।"

এই দীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত (সাঃ) আউসের ব্যবস্থাপকদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আউসের সম্পত্তির $^{২}/_{৩}$ কন্যাদিগকে এবং $^{১}/_{৮}$ তাহার স্ত্রীকে দিয়া দাও, এরপর অবশিষ্ট সম্পত্তি তাহার ভাই থাকিলে সে পাইবে।

এইভাবে উত্তরাধিকার স্বত্বের পুরাপুরি সংস্কার সাধিত হইল এবং অতীতের যাবতীয় কুপ্রথা ও কুসংস্কারের অবসান ঘটিল। অন্ধকার যুগের যে কয়েকটি সূত্র প্রথম প্রথম বহাল রাখা হইয়াছিল, এই সুদীর্ঘ আয়াত নাযিল হওয়ার পর উহাদের মেয়াদও শেষ হইয়া গেল এবং ঐগুলি মনসুখ তথা রহিত হইয়া গেল। মুহাজির ও আনসারদের পারস্পরিক উত্তরাধিকারিত্বের বিলোপ সাধিত হইল, পোষ্যপুত্রের অধিকার চিরতরে মিটিয়া গেল এবং ওয়ারিসদের জন্য ওছিয়ত করার প্রথাটিও নাজায়েয সাব্যস্ত হইল। হযরত (সাঃ) বিদায় হজ্বের খোতবায় ঘোষণা করিলেন ঃ

ان الله قد اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

-"আল্লাহ তায়ালা সকল হকদারকে তাহার হক দান করিয়াছেন। সুতরাং এখন হইতে কোন ওয়ারিস ব্যক্তির জন্য ওছিয়ত করা চলিবে না।"

ইহার পর হইতে উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়ার মাত্র তিনটি সূত্র কার্যকরী রহিয়া গিয়াছে ঃ (১) বংশগত সম্পর্ক, (২) বৈবাহিক সম্পর্ক এবং (৩) ক্রীতদাস মুক্ত করার অধিকার। এই তিনটি সূত্রই এখন কিয়ামত পর্যন্ত জারী ও কার্যকরী থাকিবে।

ফরায়েযের প্রতি আমাদের অবহেলা

মানুষ দুনিয়াতে সম্পূর্ণ খালি হাতে জন্মগ্রহণ করে এবং মরিবারকালেও খালি হাতেই পরপারে পাড়ি জমায়। মধ্যবর্তীকালে স্বকীয় চেষ্টায় ও আল্লাহ্ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে সে বিষয়-আশয় ও সহায়-সম্পত্তির অধিকারী হয়। মৃত্যুকালে এই সমস্ত সহায়-সম্পত্তি তাহার সঙ্গে যায় না। বরং সব কিছুই পিছনে পড়িয়া থাকে। মৃত্যুর পর এই সমস্ত পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তির কি ব্যবস্থা হইবে, কাহাকে দেওয়া হইবে এবং কাহাকে দেওয়া হইবে না-তাহা বাস্তবিকই একটা সমস্যা ছিল। স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ন্যায় ও সুবিচারের প্রতি পূর্ণমাত্রায় লক্ষ্য রাখিয়া এই

সমস্যার সমাধান করিতে পারিত না। তাই যিনি বিষয়-সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তিনিই অনুগ্রহবশতঃ পুরাপুরি ন্যায়সঙ্গত রূপে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। মানুষ মৃত্যুকালে এই নিয়া চিন্তা করুক- সে অবকাশ তিনি রাখেন নাই। সুতরাং তাহাদিগকে চূড়ান্ত হতভাগ্যই বলিতে হইবে, যাহারা আল্লাহ তায়ালার এই সমস্ত অলংঘনীয় বিধানের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কাজ করিয়া দোযখের অধিকারী হয়।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে খোদা তায়ালার রচিত বিধান ফরায়েযের প্রতি অবহেলার অন্ত নাই। ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কে কে ওয়ারিস হইতে পারে এবং প্রত্যেককে তাহার অংশ দেওয়া দরকার কি না, সে বিষয়ে বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। প্রায় ক্ষেত্রেই মৃতব্যক্তির নিকট আত্মীয়রাই তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি আগলাইয়া লইয়া বসিয়া থাকে। একটু দূরের ওয়ারিস হইলে তাহাকে মামলা-মোকদ্দমা আরও কত কিছু করার পর প্রাপ্য অংশ দেওয়া হয়। বিশেষতঃ কন্যাদের প্রাপ্য অধিকার মৌখিক স্বীকার করা হইলেও কার্যতঃ তাহাদের অংশ দেওয়া হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা স্বয়ং কন্যাদিগকে ঠকাইবার চেষ্টা করে এবং জীবিতাবস্থায় সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের নামে রেজিস্ট্রি করিয়া দেয়- যাহাতে মৃত্যুর পর সম্পত্তি অবশিষ্ট না থাকায় কন্যারা কিছুই পায় না। অনেক সময় পুত্রদের নামে লিখিয়া না দিলেও মৃত্যুর সময় সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের দখলেই থাকে। ফলে পিতার মৃত্যুর পর কন্যারা আপন অংশ চাহিয়াও পায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে বোনদের প্রাপ্য অংশ না দিবার জন্য ভাইয়েরা ছল-চাতুরীর আশ্রয় লয় এবং সাময়িকভাবে বোনদিগকে আদর-যত্ন করিয়া মাফ লইয়া লয়। বলাবাহুল্য, কন্যা ও বোনদের অংশ লইয়া শরীয়তের বিধানের প্রতি এহেন অবহেলা দ্বীনদার পরিবারের মধ্যেও দেখা যায়। এইসব কার্যকলাপ যে আল্লাহর আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

আমাদের দেশে প্রচলিত এইসব শরীয়ত বিরোধী কুপ্রথা সম্বন্ধে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর একটি বক্তৃতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল। আশা করি, ইহাতে অনেকের চক্ষু খুলিবে।

হযরত মাওলানা (রঃ) বলেন- আজকাল বোনদের প্রাপ্য অংশ আত্মসাৎ করা হয়। অথচ বাহানা এই পেশ করা হয় যে, বোনদের বিবাহে পিতা আমাদের চেয়ে বেশী খরচ করিয়াছেন। কাজেই এখন তাহার আর হক নাই। উহার উত্তর এই যে, পিতা জীবিত থাকাকালীন সমস্ত বিষয়-সম্পত্তির তিনিই মালিক ছিলেন। তিনি যেখানে ইচ্ছা খরচ করিবেন, তাহাতে অন্যের হক নষ্ট হইবে কেন? তাহা ছাড়া বিয়ে-শাদীতে খরচ করা হয়, তাহা মেয়ের উপকারার্থে করা হয় না, বরং নিছক নাম-ধামের উদ্দেশ্যে করা হয়। পাঁচ-দশ হাজার লোককে খাওয়াইয়া দিলে

তাহাতে মেয়ের কি উপকার হয়? সুতরাং পিতা মেয়ের জন্য কিছুই খরচ করেন নাই, বরং নিজেদের জন্য করিয়াছেন। এই অজুহাতে বোনের প্রাপ্য অংশ না দেওয়া অন্যায় বৈ কিছু নহে।

কেহ কেহ বলেন, বোন আমাদিগকে খুশী মনে মাফ করিয়া দিয়াছে। ইহাও নিতান্ত ভুল কথা। কোন বোন খুশী মনে মাফ করে না। সে মনে করে যে, আমি তো কিছু পাইবই না। সুতরাং ভাইদের মন রক্ষার্থে বলিয়া দেই যে, মাফ করিয়া দিলাম। খুশী মনে মাফ করা শুধু এক অবস্থায় হইতে পারে। উহা এই যে, ফরায়েযের মতে বোনের প্রাপ্য অংশ পৃথক করিয়া তাহার নামে দিয়া দাও। দাখিলা ইত্যাদিও তাহার নামে করিয়া দাও। অতঃপর ঐ সম্পত্তি হইতে যাহা আমদানী হইবে, তাহাও তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া পরিষ্কার বলিয়া দাও যে, ইহার মালিক তুমি। তুমি যেভাবে ইচ্ছা ইহা খরচ করিতে পার। এক বৎসর, দুই বৎসর পর্যন্ত দিতে থাক। সে যদি দেশপ্রথা অনুযায়ী প্রথম প্রথম নিতে অস্বীকার করে তবে লইতে বাধ্য কর এবং বল যে, এখন আমরা নিব না। দুই-তিন বৎসর পরে দিলে নিব। এইরূপে যখন সে দুই-তিন বৎসর পর্যন্ত ইহার আমদানী ভোগ করিয়া উহার স্বাদ বা লাভালাভ বুঝিতে পারিবে, তখন যদি সে তোমাদিগকে ঐ সম্পত্তি দিয়া দেয়, তবে তাহা খুশী মনে দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া পিতার মৃত্যুর পরক্ষণেই যদি কন্যারা টাকা-পয়সা-সম্পত্তি নিতে অস্বীকার করে, তবে সে অস্বীকারের কোন মূল্য নাই। কারণ, তখন পিতৃশোক তাজা থাকার কারণে তাহারা আপন লাভ-লোকসানের প্রতি খেয়াল করে না। তাছাড়া দেশপ্রথাও এইরূপ যে, বোনদিগকে পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত মনে করা হয়। এমতাবস্থায় তাহারা আপন প্রাপ্য অংশ নিতে দুর্নামের ভয়ে ভীত হয়। তৃতীয়তঃ প্রাপ্য সম্পত্তি কি পরিমাণ, তাহারা তাহাই জানে না। পিতৃশোক কাটিয়া গেলে পর যদি তোমরা তাহাদিগকে বল যে, তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা শরীয়তের বিধান অনুযায়ীই তোমাকে তাহা নিতেই হইবে- এরপর সে আমদানীর পরিমাণও জানিয়া লয় এবং উহার স্বাদ বুঝে, তখন যদি সে উহা গ্রহণ না করে, তবে তাহা রাখিতে দোষ নাই। কিন্তু আমি দেখাইয়া দিতে পারিব যে, শতকরা দুই তিন জনও এমন পাওয়া যায় না যে, ঐ অবস্থায় মাফ করিয়া দিতে পারে। সুতরাং আজকাল বোনরা যেভাবে ভাইদিগকে পৈত্রিক সম্পত্তি ছাড়িয়া দেয়, তাহা শরীয়ত মতে ছাড়া হয় না। ইহাতে সন্তুষ্টি ও মনের খুশী থাকে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ

الا لايحل مال امرء مسلم الابطيب نفس منه

অর্থাৎ, সাবধান! মনের খুশী ছাড়া কোন মুসলমানের মাল লওয়া হালাল নহে।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-